ইন্টারনেট সংস্করণ : http://www.alipurbarta.org
www.facebook.com/alipur.barta.5

493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ২০ সংখ্যা ঃ ২৩ ফাল্গুন-২৯ ফাল্গুন, ১৪২০ঃ ৮ মার্চ-১৪ মার্চ, ২০১৪,Kolkata : 48 year : Vol No.: 20, March 8- 14 March, 2014 ১৬ পাতা মূল্য৩টাকা

মোদি'র ঔদ্ধত্য ও দলের অন্তর্কলহে

বিজেপি'র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে

দিল্লি থেকে ফিরে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

দিল্লির রাজনৈতিক দলগুলি দফতরে দফতরে এখন শুধু একটাই আলোচনা, নরেন্দ্র মোদি কি আসন্ন লোকসভার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন ? এ মাসের ৪ এবং ৫ তারিখে দিল্লিতে থাকার সময় বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে অসুবিধে হয়নি, বিজেপি'র পক্ষে এবারের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। কারণ, দিন যত গড়াচ্ছে ততই বিজেপি'র অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদি যত জনসভা করছেন ততই তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্যের আস্ফালন লক্ষ্য করছেন দলের নেতা-নেত্রীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপি'র প্রথম সারির একজন নেতা বললেন, এই মুহূর্তে

নরেন্দ্র মোদি প্রকাশ্যে জনসভায় এমনসব কথাবার্তা বলছেন, যা দলের মধ্যে কখনও আলোচিত হয়নি।

এরপর তেরো পাতায়

নেতাজীর চরিত্র হননকারী সুগত বসু কি রক্ষা পাবেন ?

আজাদ বাউল

একেই বলে 'স্বর্গীয় বিচার' বা 'ডিভাইন জাস্টিস'। নেতাজীর চরিত্রকে বিকৃত ও কালিমালিপ্ত করতে গিয়ে নিজেরাই আজ এক একজন কলঙ্কিত নায়ক হয়ে শ্রীঘরের বাসিন্দা। সাহারাশ্রী সুব্রত রায়ের প্রয়োজনায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত 'ফরগটন হিরো' ছবিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সোপ অপেরার ধাঁচে টোপর বেনারসী শাড়িতে সুভাষচন্দ্র ও এমিলি শেঙ্কেল-এর কাল্পনিক সংলাপে বিবাহ দৃশ্য দেখান হয়েছে। এমনকী এমিলির বিবাহ পূর্বে গর্ভবতী হয়ে পড়বার মতো অনৈতিহাসিক, অসত্য, কুৎসিত বিষয়কে চিত্রায়িত করা হয়েছিল। ওই সিনেমার প্রচারের জন্য ১১ কোটি টাকার বিজ্ঞাপন বিভিন্ন 'বড় বড়' বৈদ্যুতিন ও সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের গানের বিকৃত সুর বাজান হয় শিল্পীর স্বাধীনতার যুক্তি দেখিয়ে। শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত ছবিটিকে তৎকালীন মনমোহন সরকার নানাভাবে প্রমোট করার পাশাপাশি অচিরেই বেনেগালের বিকৃত নেতাজীর বায়োপিক ছবির পরিচালককে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেন। সুপার ফ্লপ ওই ছবিটিতে ১৬টি তথ্যগত ভুল ছাড়াও বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 'মৃত্যু'র গল্প ফেরি করার দায়িত্ব নিয়েছিল সাহারার ওই চলচ্চিত্রটি।

দেশজুড়ে নানা স্তরে প্রতিবাদ ওঠে। বিশেষ করে নেতাজীকে ফরগটন হিরো বানানো ও বিবাহ গল্প প্রচারের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে সেদিন গুটিকয় নেতাজী অনুরাগী গবেষক মামলা করেছিলেন। অর্থের জোরে অনেক সময় অসত্য সাময়িক ভাবে জয় লাভ করলেও তা সত্য হতে পারে না। নানা স্তরে চাপের বিনিময়ে সেদিন ২০০৫ সালের ১৩ মে সাহারা তাদের বিকৃত নেতাজী ছবির প্রিমিয়ার করেছিলো কঠোর পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে। বিবাহ দৃশ্য বাদ দেবার আর্জি সেদিন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল আর আজ সাহারাশ্রী নিজেই পুলিশের ঘেরাটোপে বন্দী।

কয়েকবছর আগে সারদা গোষ্ঠীর অন্যতম বাংলা দৈনিক 'সকাল বেলা' মহালয়ার দিন থেকে সাত দিন ধরে ব্যানার হেডলাইন দিয়ে প্রথম পাতায় সচিত্র নেতাজীর 'প্রেমকাহিনী' রগরগে ভাষায় প্রকাশ করল। কৃষ্ণা বসু ও সুগত বসুর নানা স্ববিরোধী, অলীক 'তথ্য পূর্ণ' গল্পের চর্বিত চর্বণ। কুণাল ঘোষ তখন ওই পত্রিকার সিইও, আর সুদীপ্ত সেন সম্পাদক।

সুগত বসু (ডানদিকে)-র ওই বিতর্কিত বই উদ্বোধনে

এরপর তেরো পাতায়

আদৌ কি মানুষের দাবী ঠাঁই পাবে কর্মসূচীতে ?

চমক আর সংখ্যার ফাঁসে আটকে গিয়েছে রাজনীতি

ওঙ্কার মিত্র

দীর্ঘ গণতন্ত্রের সুযোগে দেশীয় শাসকদের কু-শাসন ও ব্যর্থতায় কোটি কোটি ভারতবাসী এখন রাজনৈতিকভাবে বহুধা বিভক্ত ও শতচ্ছিন্ন। ধারাবাহিক দুর্নীতি ও বঞ্চনার ফলে রাজ্যে রাজ্যে গজিয়ে উঠেছে রাজনৈতিক দল। ফলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মতবাদ, সঙ্গে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আদর্শ। এমন একটা ভঙ্গুর অবস্থায় ফের আরও একটা লোকসভা নির্বাচনের মুখোমুখি ভারতবর্ষ। ফের সেই বস্তাপচা নাটক, প্রতিশ্রুতি আর রাজনৈতিক ইস্তেহার। যেখানে সেই ৬৭ বছর আগেকার দাবীগুলিরই চর্বিতচর্বণ। এর থেকে বোঝা যায় এতদিন ধরে কোনও সমস্যারই সমাধান হয়নি। বরং হারিয়ে গিয়েছে মনুষ্যত্ব। আজও সাম্প্রদায়িকতা আর সংরক্ষণের সুড়সুড়ি দিয়ে পার পেয়ে যান নেতারা। অথচ আপামর ভারতবাসী যেসব দাবী নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে মৃত্যু মুখে চলেছে তার সমাধান কেউ করে না।

● এবার কিন্তু দেশবাসী জানতে চায় নতুন সরকার এসে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি কি চালু করতে পারবে ? যেখানে একজাতি এক প্রাণের সুর ধ্বনিত হবে। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ একই আইনে পরিচালিত হবে। কেটে যাবে ভেদাভেদের আবহ।

● আগামী সরকার কি ক্ষমতায় এসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিপুল সম্পত্তি কোথায় লোপাট হয়ে গেল তা তদন্ত করতে কমিশন গঠন করবে ? ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস কি করতে পারবে আগামী সরকার ?

● সরকার আসে সরকার যায় তবু উন্মোচন হয় না নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যের। লোক দেখানো কমিশন গঠন হয়, রিপোর্ট লেখা হয়, কিন্তু তা গুরুত্ব পায় না। ধামাচাপা দেওয়ার এ এক নতুন খেলা। আগামী সরকার এই ঢাকাচাপা তুলে পারবে জাতীয় নায়কের এই রহস্যের সমাধান করতে ?

● ভারতবর্ষে গণতন্ত্রে ভোট বড় বালাই। বালাই জাতি-ধর্মের। ফলে হারিয়ে যায় প্রতিবাদের ভাষা। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার চলছে তার প্রতিবাদ হয় না রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে। ভয় যদি মুসলিম ভোট হারাতে হয়। ভাবটা এমন যেন এদেশের মুসলিমরা এই অত্যাচারের পক্ষে। এমনকী সরকারও নীরব হয়ে থাকে এই প্রশ্নে। এক সময় বংলাদেশে পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিল ভারত। সে ভারত আজ রাজনৈতিক মতাদর্শে দীন ভিখারী হয়ে পড়েছে। আগামী সরকার কি পারবে এই মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে ?

● বহুদিন ধরে দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে দেশের আইন শৃঙ্খলা সঠিকভাবে রক্ষা করতে গেলে পুলিশের সংস্কার দরকার। শাসক দলের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে পুলিশকে। দায়বদ্ধ করতে হবে নিরপেক্ষ সংস্থা ও বিচারবিভাগের ওপর। লোক দেখাতে নিয়ম কানুনও লেখা হয়েছে কিন্তু সংস্কার আর হয় না। পুলিশ চলে গেলে শাসকদলের দাদাগিরি বন্ধ হয়ে যাবে এই ভয়ে কাঁপছে রাজনৈতিক দলগুলি। আগামী দিনে দেশে যে সরকার গঠিত হবে তারা কি আদৌ পুলিশের সংস্কার করবে ?

● হায় ভারতবর্ষ! এদেশের ধনী অপরাধীরা যে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে তা আজ জলের মতো পরিষ্কার। যে টাকা দেশে ফিরিয়ে আনতে কত না আলোচনা এদেশের রাজনীতিকদের। সকলে ভাবল এই বুঝি বেআইনীভাবে বিদেশে গচ্ছিত টাকা দেশে এল বলে। কিন্তু সব চুপচাপ। প্রায় সব রাজনৈতিক দলের রাঘব বোয়ালরা জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সবাই এখন নির্লিপ্ত। অর্থাৎ আর্থিক সংকট নিয়ে

এরপর দুয়ের পাতায়

কাজের খবর

পশ্চিমবঙ্গ ৭০০সহ ডাকবিভাগে ৮০০০ উচ্চমাধ্যমিক পাশ নিয়োগ

কেন্দ্রীয় ডাকবিভাগে পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল সিকিমসহ রাজ্যের সব জেলায় ৬৯৬ এবং অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এই কটি রাজ্য নিয়ে মোট ৮২৪৩ জন বিভিন্ন পদে নিয়োগ করবে। বিজ্ঞপ্তি নং-এ-৩৪০১২/১০/২০১৪-ডিই। অনলাইনে আবেদন করতে হবে ২৭ মার্চ রাত ১১:৫৯ মিনিটের মধ্যে। সমস্ত পদেই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ওবিসি, তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য পদ সংরক্ষিত থাকবে।

শূন্যপদগুলি হল - পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন সেভিং ব্যাঙ্ক কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন সার্কেল অ্যান্ড রিজিওনাল অফিস, পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন ফরেন পোস্ট অর্গানাইজেশন, পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন মেন মোটর সার্বিস, পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন রিটার্নড লেটার অফিস প্রভৃতি। একজন প্রার্থী একটি সার্কেলে নির্দিষ্ট একটি পদের জন্য দরখাস্ত করতে পারবেন।

বেতনক্রম: পেব্যান্ড অনুযায়ী ৫২০০ থেকে ২০২০০ সঙ্গে ২৪০০ টাকা গ্রেট পে ও অন্যান্য ভাতা।

বয়স: ২৭ মার্চ ২০১৪ তারিখে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭-এর মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেনির প্রার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

যোগ্যতা: আবশ্যিক বিষয়ে ইংরাজিসহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে যে অঞ্চলের জন্য আবেদন করছেন সেখানকার স্থানীয় ভাষা অথবা হিন্দি আবশ্যিক বিষয় থাকতে হবে মাধ্যমিক পর্যায়ে।

পশ্চিমবঙ্গের সার্কেল কোড ৩২

পরীক্ষা পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে চারটে পার্টে। প্রথম পার্টে ২৫টি প্রশ্ন থাকবে জেনারেল নলেজ, সাম্প্রতিক বিষয়, ইতিহাস-ভূগোল, সাধারণ রাজনীতি-অর্থনীতি, ভারতীয় সংবিধান, বিজ্ঞান ও পরিবেশ, খেলা প্রভৃতির ওপর। দ্বিতীয় পার্টে ২৫টি প্রশ্ন থাকবে পাটীগনিত, পরিমিতির ওপর। তৃতীয় পর্যায়ের ২৫টি প্রশ্ন হবে ইংরাজি গ্রামার থেকে এবং বার্কি পার্টে থাকবে রিজিনিং অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি।

এরপর কম্পিউটার টাইপ টেস্টে ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে ইংরাজি ৫০ শব্দের প্যাসেজ অথবা হিন্দীতে ৩৭৫ শব্দের টাইপ করার জন্য। বাকি ১৫ মিনিটে ডাটা এন্ট্রিতে কিছু ফিগার ও লেটার দেওয়া হবে। পরীক্ষার প্রতিটি পার্টে ন্যূনতম ১০ নম্বর ও মোটের ওপর ৪০ নম্বর পেতে হবে। ওবিসিদের ক্ষেত্রে প্রতিটি পার্টে ন্যূনতম ৯ নম্বর ও মোট ৩৭ শতাংশ ও তপশিলিদের ন্যূনতম ৮ ও মোটের ওপর ৩৩ শতাংশ নম্বর পেতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি: www.pasadrexam 2014 ওয়েবসাইটে গিয়ে 'ক্লিক হেয়ার টু অ্যাপলাই' লিঙ্কে ক্লিক করলে আবেদনপত্র পাবেন। আবেদনের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে ইউনিট রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড মেলে পেয়ে যাবেন। অনলাইন দরখাস্ত ফর্মের একটি প্রিন্ট আউট কাছে রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট সাইজের ছবি জেপেগ ফর্ম্যাটে অ্যাপলোড করবেন।

এরপর বারো পাতায়

কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কর্পোরেশন। ওয়েবসাইট দেখুন - www.mscwb.org

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহকুমা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ) কার্য্যালয়, ডায়মন্ড হারবার
প্রশাসন ভবন, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
দূরভাষ :- ০৩১৭৪-২৫৫-২৩৮

সংশোধনী

গেজেট বিজ্ঞপ্তিকরণ প্রকাশনায় কিছু পদ্ধতিগত বিলম্বের কারণে ও জনসাধারণকে অধিক মাত্রায় উল্লেখিত **F.P.S. OWNER** (রেশন ডিলার) হিসেবে নিয়োগের আবেদনের সুযোগ দেবার জন্য ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ***আলিপুর বার্তা*** সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটিতে ১১টি এম.আর ডিলারশিপের রেজাল্ট্যান্ট ভ্যাকান্সীর জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩/০৩/২০১৪ পরিবর্তে ২৫/০৩/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

১৬/০২/২০১৪ তারিখে ***'বাংলার রেনেসাঁ'*** সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটিতে ডায়মন্ড হারবার-২ ব্লকে (১) খোড়দা গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন খোড়দো গ্রামে, (২) নুরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন শ্রীফলবেড়িয়া গ্রামে, (৩) পাতড়া গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন চাঁদনগর গ্রামে ৩ (তিন)টি রেজাল্ট্যান্ট ভ্যাকান্সীর আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১০/০৩/২০১৪ এর পরিবর্তে ১৯/০৩/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

স্বাক্ষরিত
মহকুমা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ)
ডায়মন্ড হারবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা

২৪০(২)/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ (দঃ)/তারিখ-২৮/০২/২০১৪

হাতে কলমে সাংবাদিকতা শিখতে চান

আলিপুর বার্তা'র উদ্যোগে সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শীঘ্রই চালু হতে চলেছে

সহযোগিতায়
গুরুসদয় সংগ্রহশালা

যোগাযোগ করুন-

ড. বিজন কুমার মণ্ডল -৯৪৩৩৩৯৫৭০৮
কুনাল মালিক (আলিপুর সদর)-৯৮৩০৮৫৪০৮৯
বিশ্বজিৎ পাল (ক্যানিং)-৯৮০০১৪৬৬১৭
অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার (সোনারপুর)-৯৭৪৮১২৫৭০০, মেহবুব গাজি (ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ)-৯৮০০৫৭১৯৬৯ সুমনা সাহা দাস (কলকাতা)-৯৮৩০৭১৭৫৬৩।

আসন সংখ্যা সীমিত।

আটকে গিয়েছে রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

খাবি খাওয়া ভারতবর্ষের টাকা বিদেশে অপরাধীদের নামে পচছে। আগামী সরকারে যারা আসতে চায় তারা বুক ঠুকে কি বলতে পারবে, আমরা বিদেশ থেকে সব টাকা দেশে ফিরিয়ে আনব?

এছাড়াও আরও প্রাসঙ্গিক দাবী মানুষের মনে দানা বাঁধছে। যারা সরকারে আসতে লড়াই করছে, সরকার গঠনের নির্ণায়ক শক্তি হতে উঠে পড়ে লেগেছে তারা নিজেদের ইস্তেহারে এসব দাবীকে ঠাঁই দিতে পারলে তবেই হবে মানুষের চাওয়া পাওয়ার প্রতিফলন। না হলে ফের সেই থোর বড়ি খাড়া - খাড়া বড়ি থোর।

সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানো হচ্ছে পরিকল্পনা করে

গণতন্ত্রে কালচার করতে করতে সাম্প্রদায়িকতা আর সংরক্ষণের ধুসর লেবেলটা আঠার মতো আটকে গিয়েছে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে। রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমও আটকে গিয়েছে এই আঠায়। মুখে সকলে নিজেদের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বলে জাহির করলেও আসলে প্রতিনিয়ত এই ঘৃণ্য খেলারই অংশীদার হতে চাই আমরা। রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী তালিকা নিয়ে আলোচনাতেও এই খেলারই প্রতিফলন।

প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই আলোচনা শুরু হয়ে গেল কার কটা মুসলিম প্রার্থী, কার কটা দলিত প্রার্থী এই নিয়ে। অর্থাৎ নির্বাচনের শুরু থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপণ করা হচ্ছে মানুষের মনে। কে কটা মুসলিম প্রার্থী করল, কজন হিন্দু রইল প্রার্থী তালিকায় এই বিশ্লেষণ এক মারাত্মক প্রবণতা। দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এই ভয়াবহ খেলায় যেভাবে মেতে উঠেছে তার ফল ভবিষ্যতে এক সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

কোনও একটি নির্দিষ্ট দলকে হিন্দুত্ববাদী বলে আখ্যা দিয়ে একদিকে হিন্দুদের মনে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে আবার অন্যদিকে মুসলিম প্রাধান্যের ধুয়ো তুলো 'চুলকে' দেওয়া হচ্ছে ধর্মীয় ভাবাবেগকে। একসময় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ ছিল প্রধান বিষয়। দেশভক্তি ছিল মূল উপাদান। এখন তা বাদ গিয়ে শুধুই ধর্মীয় ও জাতিভেদের প্রভাব বেড়ে চলেছে। প্রচার মাধ্যমও মদত দিচ্ছে এই আত্মঘাতি খেলায়। ফের ভারতকে টুকরো টুকরো করার এক চক্রান্ত শুরু হয়েছে, পরিকল্পনা করা হচ্ছে যাতে ধর্মে ধর্মে, জাতি জাতিতে সবসময় অনৈক্যের বাতাবরণে অস্থির হয়ে থাকে দেশ। মানুষের কাছে এই পরিকল্পনা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। কাঠগড়ায় উঠতেই হবে এই ঘৃণ্য খেলার খেলোয়াড়দের।

Dear Sir/Madam,
I am an experienced physiotherapist and Yoga trainer. I provide the following services
1) Post stroke and nerve injury rehabilitation.
2) Post joint replacement and post fracture surgery rehabilitation.
3) Post by-pass surgery rehabilitation.
4) Yoga and pranayam.
5) Therapeutic massage.
Please Contact: Bikash Shaw
9831480277/983153867

যাদবপুর ও জয়নগরে রেজ্জাক বহিষ্কারের প্রভাব পড়তে পারে

মেহবুব গাজী

ডায়মন্ড হারবার: রেজ্জাক মোল্লার বহিষ্কারের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নিয়ে বৈঠক করলেন রাজ্য নেতারা। বৈঠকে ছিলেন সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলীরা। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে রেজ্জাকের বহিষ্কারের পর জেলা রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে তা জানতে চান রাজ্য নেতারা। জেলা নেতারা রেজ্জাকের অনুপস্থিতিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে নারাজ। রেজ্জাক মোল্লার বহিষ্কারের ঘটনায় ক্যানিং এবং ভাঙড়ের সিপিএম নেতাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তুষার ঘোষ ও সাত্তার মোল্লা রেজ্জাকের অনুগামী বলে পরিচিত পার্টির মধ্যে। তুষারবাবু রেজ্জাকের বহিষ্কারের প্রশ্নে দলীয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, সাত্তার দলের সিদ্ধান্তে মর্মাহত বলে মত দিয়েছেন। ভাঙড় ও ক্যানিং-এর দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতার ভিন্ন মতের পাশাপাশি রেজ্জাকের বিধানসভা এলাকার কতজন নেতা তাঁর সঙ্গে যাবেন সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। কারণ, গত কয়েকবছর ধরে রেজ্জাকের দাপটের ক্ষয় প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল। সদ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনেও নিজের কেন্দ্রের সব আসনে প্রার্থী দিতে পারেননি রেজ্জাক। আর রেজ্জাকের অধিকাংশ অনুগামী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দলবদল করবে শাসক

তৃণমূলে নাম লিখিয়েছেন। যেমন একদা রেজ্জাকের ডান হাত ক্যানিং-২ পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি সৌগত মোল্লা কিছুদিন আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ২০১১-র পরিবর্তনের হাওয়ায় ক্যানিংয়ের রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলাতে সিপিএমের বহু নির্বাচিত প্রতিনিধি জার্সি বদল করেন। রাজনৈতিক মহলের মতে ক্যানিং ও ভাঙড়ে ক্ষমতার রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ থাকে বাহুবলীদের সঙ্গে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলে ভিড় করে পরিচিত মুখগুলি। রেজ্জাক ইদানীং ক্যানিং বা ভাঙড়ে বেশি সময় না দিয়ে নতুন দলগঠনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। শুধু রাজ্যকমিটির বৈঠক নয়, জেলা কমিটির অধিকাংশ বৈঠকেও তিনি অনুপস্থিত থাকতেন। জেলা রাজনীতির সমীকরণে জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তীর ঘোর বিরোধী রূপে চিহ্নিত ছিলেন রেজ্জাক। রেজ্জাকের সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে সহমত পোষণ করতেন ডায়মন্ড হারবারের প্রাক্তন সাংসদ ও রাজ্য কমিটির নেতা শমীক লাহিড়ী। বর্তমানে সুজন, কান্তি জেলা পার্টির নিয়ন্ত্রক। তবে এদিন জেলার বয়স্ক কয়েকজন অনুগামী ফোনে রেজ্জাকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এঁদের অধিকাংশ পার্টি সদস্য। তবে এই মুহূর্তে কাউকে দল ছাড়তে তিনি নিষেধ করেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি। লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর ও জয়নগর আসনে রেজ্জাকের বহিষ্কারের প্রভাব পড়তে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। এই দুটি আসনে রেজ্জাক অনুগামীর সংখ্যা বেশি। ভাঙড়ের নেতা তুষার ঘোষ বলেন, ‘‘দলের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই। ভাঙড় ও ক্যানিং-এ রেজ্জাক দা’র গুরুত্ব ছিল এবং আছে। সংগঠনে প্রভাব পড়বে কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে। তবে ওঁর মঞ্চে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই নেই।’’ ভাঙড়ের আর এক নেতা সাত্তার মোল্লা বলেন, ‘‘পার্টি সিদ্ধান্তে আমি মর্মাহত। রেজ্জাক দা’র মতো নেতাকে দল তাড়িয়ে দেবে ভাবতে পারিনি। সংগঠনের প্রভাব পড়বেই। রেজ্জাক দা’র সঙ্গে কথা হয়েছে। দল ছাড়লে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেব।’’ তবে লোকসভা ভোটে রেজ্জাকের সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চে কোনও প্রার্থী থাকবে কিনা সেটাই এখন দেখার।

মমতা ব্যানার্জি কথা রাখলেন: লোকশিল্পী

লোকশিল্পীদের পরিচয়পত্র ও আর্থিক অনুদান প্রদান

কুনাল মালিক

আলিপুর: ১ মার্চ দুপুরে আলিপুরে নবপ্রশাসনিক ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৫৫ জন লোকশিল্পীর হাতে পরিচয়পত্র এবং এককালীন ৩,০০০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দীন মোল্লা।

এই অনুষ্ঠান হয় জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতর, জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক শান্তনু বসু, অতিরিক্ত জেলা শাসক অশোক দাস, সহকারি সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, জেলা তথ্য সাংস্কৃতিক আধিকারিক কাজল ভট্টাচার্য শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ আবেদা পরভিনসহ বিশিষ্ট আধিকারিকেরা। সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল প্রহ্লাদ কয়াল। মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন বলেন এতদিন ব্রাত্য লোকশিল্পীদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যোগ্য সম্মান দিলেন। দুঃস্থ শিল্পীদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা শাসক শ্রী বসু বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চলবে। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত লোকশিল্পীদের মুখপাত্র হয়ে মগরাহাটের তরজা শিল্পী কৃষ্ণমন্ডল

বললেন, আগের সরকার শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোনওটি বাস্তবায়িত হয়নি। মমতা ব্যানার্জি কিন্তু কথা রাখলেন।

মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদে ব্যপক কর্মযজ্ঞ চলছে

মগরাহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি

মগরাহাট,দক্ষিণ ২৪ পরগণা

খোকন চন্দ্র বালা
ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার
পঙ্কজ দাস
যুগ্ম ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার
নমিতা সাহা
বিধায়িকা, মগরাহাট (পূর্ব)
তপশিলি ভুক্ত কেন্দ্র
প্রদীপ কুমার হালদার
পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ
ফেরদৌসি মল্লিক
শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ
দীপক মালিক
মৎস ও প্রাণী কর্মাধ্যক্ষ
অশোক মণ্ডল
কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষ

টিঙ্কু ঘোষ
সভাপতি
খয়রুল হক নস্কর
সহঃ সভাপতি
জুলফিকর নস্কর
খাদ্য ও সরবরাহ কর্মাধ্যক্ষ
সুধাংশু পুরকায়েত
জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ
লক্ষণ চন্দ্র নস্কর
বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ
সবিতা হালদার
নারী শিশু কর্মাধ্যক্ষ
অসিত কুমার হালদার
বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ

তৎসহ সহযোগিতায় - তপন সরকার

মগরাহাট-২ ব্লকে পূর্ব কাঁটা পুকুরিয়া নোনাতোলা এসপি স্কুলে দীর্ঘ দুই বছর মিড-ডে মিল বন্ধ ছিল। রান্না সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেওয়ায়। এই সমস্যার সমাধান করে বি.ডি.ও খোকন চন্দ্র বালার উদ্যোগে এই সপ্তাহে চালু হল মিড-ডে মিল। ছবি: অবাইদুল্লা লস্কর

জেলায় ২৫০টি মহিলা ভোট কেন্দ্র করার চিন্তা করছে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার পরদিনই ৬ মার্চ আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৪টি আসন এবং দক্ষিণ কলকাতার আংশিক অংশ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন জেলা শাসক শান্তনু বসু। ৫টি আসনের জন্য নমিনেশন জমা শুরু হবে আগামী ১৭ এপ্রিল। নমিনেশন দেওয়া যাবে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত। স্ক্রুটিনীর তারিখ ২৫ এপ্রিল, নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৮ এপ্রিল। ভোটের দিন ১২ মে। গণনা ১৬ মে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর কেন্দ্রের ১৪,৫৩,৬৫২ জন, মথুরাপুর কেন্দ্রের ১৪,৮৫,৪৯২ জন, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের ১৫,৫০,৫৩০ জন, যাদবপুর কেন্দ্রের ১৫,৭৮,৯৭৭ জন এবং দক্ষিণ কলকাতার আংশিক অংশের ৭৮,০৭,৩৪৬ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

জেলা শাসক জানান, ইতিমধ্যেই ১০০ শতাংশ সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। তবুও যদি কারোর ভোটের তালিকায় নাম না থাকে তার জন্য আগামী ৯ মার্চ প্রতি বুথে ব্লক লেভেল অফিসাররা যাবেন। নমিনেশন পেশ করার আগের দিন পর্যন্ত মহকুমা শাসকের দফতরে নাম তোলা যাবে। লোকসভা ভোটের জন্য জেলায় মোট ৮৩২৪টি পোলিং স্টেশন করা হচ্ছে। জেলা শাসক জানান, এবার জেলায় ২৫০টি মহিলা পোলিং স্টেশন করার চিন্তাভাবনা করছে

প্রশাসন। প্রতিটি কেন্দ্রে সভা-সমিতি কভার করার জন্য বিশেষ ভিডিওর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সভা-সমিতির খরচ দেখাশোনার জন্য একটা পৃথক টিম থাকবে।

জয়নগর কেন্দ্রে গণনা হবে ট্যাংরাখালীর বঙ্কিম সরদার কলেজে, মথুরাপুর কেন্দ্রের গণনা হবে ডায়মন্ড হারবারের ফকিরচাঁদ কলেজে, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের হেস্টিংস হাউস কমপ্লেক্সে এবং যাদবপুর কেন্দ্র গণনা হবে বিজয়গড় কলেজ ও দক্ষিণ কলকাতার জ্ঞানঘোষ পলিটেকনিকে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মাদক পাচারে ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: গত সপ্তাহের শুক্রবার রাতে জীবনতলা থানার দক্ষিণ মাকালতলা গ্রাম থেকে আলমগীর মণ্ডল ও রসিদা বিবি নামে দুই ব্যক্তি হেরোইনসহ গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে ৬০ গ্রাম হেরোইন ও নগদ ১০,৯০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এই ব্যবসায় কারা জড়িত এবং এই মাদক পাচার চক্রের উৎস কোথায় তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

অসিত মান্না খুনে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে বাসন্তী থানার গৌড়দাস পাড়া গ্রামে দুষ্কৃতীদের হানায় নিহত বিল্ডার্স ও তৃণমূল কর্মী অসিত মান্নার খুনের ঘটনায় পুলিশ ক্যানিং ঘুটিয়ারি শরিফ এলাকা থেকে শেখ সামিম নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে। অসিতের দাদা অরবিন্দ মান্না পঞ্চায়েতের বিশিষ্ট নেতা। এর আগে পুলিশ শাজাহান সর্দারকে গ্রেফতার করে লুণ্ঠিত টাকা, অস্ত্র ও গহনা উদ্ধার করেছিল।

নির্জলা ওয়ার্ডে পাম্প হাউস চালু হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: গত ৩ মার্চ রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার অধীনে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে খোসালপুর অঞ্চলে অরবিন্দ পল্লীতে একটি নতুন পাম্প হাউসের শিলান্যাস হল। বহু কাল ধরে অরবিন্দ পল্লী ও মেঘদূত পল্লীর সংখ্যালঘু মানুষেরা জলের কষ্টে দুর্ভোগে নিমজ্জিত ছিলেন। এই দেখে উদ্যোগ নেন উপপৌরপ্রধান অমিতাভ চৌধুরী। ১৫ লক্ষ টাকা বাজেট নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন।

৫ হাজার মানুষের জলের সংকটের জন্য পাইপ লাইন বসাতে খরচ হবে ৫ লক্ষ টাকা। পাম্প হাউসের জমি সংগ্রহে উদ্যোগ নেন আনোয়ার হোসেন। এতকাল গ্রীষ্মের তাপে নির্জলা হয়ে থাকা পল্লীবাসীদের মুখে অমিতাভবাবু হাসি ফোটাতে চলেছেন এক হাজার ফুটের পাম্প বসিয়ে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য, সোনারপুর (দক্ষিণ) বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়, পৌরপিতা কাঞ্চন চক্রবর্তীসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কৃষি জমি বিক্রির বিরুদ্ধে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: কৃষি জমি প্রমোটারদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত জমির দালালদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য সিপিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন ক্যানিং-২ ব্লক তৃণমূলের সহসভাপতি তথা নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রহিমা লস্কর। গত রবিবার বিকেলে মাকালতলা গ্রামে নারায়ণপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস এক সভার আয়োজন করেন। ওই সভায় শ্রীমতি লস্কর এই অভিযোগ তুলে বলেন, ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম ৩৫ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে। ধোয়াঘাটা, পুরকাইতের চর, বিদ্যাধরীর চরে ১৯৭২ সাল থেকে ২৮০ জন কৃষক তিন ফসলী জমিতে চাষ করছিল। সম্প্রতি রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত দালালরা কলকাতার প্রমোটারদের হাতে এই জমি তুলে দিচ্ছে।

এই দিনের সভায় উপস্থিত কৃষক নূর হোসেন খান, হাসেন ডাক্তার, সামাদ ডাক্তার, সাধন সর্দার'রা বলেন, দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে আমরা ২৮০ জন কৃষক ১৯ বিঘা জমি চাষ করছি। কিন্তু এখন দালালরা জোর করে এই জমি বিক্রি করে দেওয়ার প্রতিবাদে আমরা পশ্চিম নারায়ণপুর অঞ্চল চাষি বাঁচাও কমিটি তৈরি করেছি।

এ বিষয়ে বিভাগীয় দফতরে জানানো হয়েছে। আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার উদ্যোগে স্বল্প খরচায় চক্ষু ইউনিট

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

সোনারপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রথম আধুনিক চক্ষু চিকিৎসা ইউনিট চালু হল রাজপুত রথতলার মাতৃভবনে। এই ইউনিটে থাকছে ফেকো, মাইক্রোসার্জারি, ডিজিটাল এক্স কালার ডপলার। এই পৌরসভার পৌরপ্রধান ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল (স্বাস্থ্য) ডাক্তার পল্লব দাসের উদ্যোগে মাতৃভবনের ভিতরে ৩৫ লক্ষ টাকা দিয়ে এই ইউনিট তৈরির মূল লক্ষ্য জেলার গরিব মানুষদের এই পরিষেবা দেওয়া। কারণ, বেসরকারি হাসপাতালে এই চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সম্প্রতি এই ইউনিটের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন রাজ্যের নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্টেট আর্বান ডেভলপমেন্ট এজেন্সির এম.এন. প্রধান, সোনারপুর (উত্তর) বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, উপ-পৌরপ্রধান অমিতাভ চৌধুরী, বারুইপুর মহাকুমা শাসক পার্থ আচার্য সহ স্থানীয় সব পৌরপিতা ও মাতারা। পৌরপ্রধান শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জল সবকিছুর ব্যবস্থা করার পর এবার চক্ষু পরিষেবারও ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলাম। ডাক্তার পল্লব দাস জানালেন, পৌর অঞ্চলের মানুষ ছাড়াও পঞ্চায়েত অঞ্চলের নাগরিকদের জন্যও এই পরিষেবায় আমন্ত্রণ থাকছে। জেনারেল বেড ও কেবিনে চিকিৎসা করবেন পৌরসভার চক্ষু বিশেষজ্ঞবর্গ এবং বেসরকারি সংস্থা থেকেও ডাক্তাররা আসবেন।

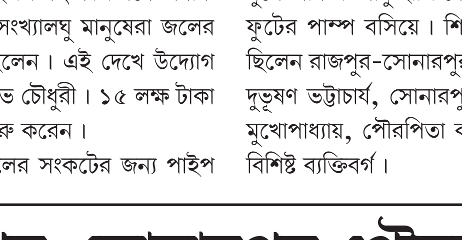

ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝড়খালি: মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সুন্দরবনের ঝড়খালিতে বহু প্রতীক্ষিত ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র শীঘ্রই চালু হতে চলেছে। সম্প্রতি রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন এই কেন্দ্রটির পরিদর্শনে এসে বলেন, ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটিও দ্রুত চালু করার জন্য আলোচনা করা হচ্ছে। ঝড়খালির এই কেন্দ্রে অসুস্থ ও আহত বাঘেদের চিকিৎসা করে আবার তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। এখন বাঘেদের সমস্যা হলে বনকর্মীদের বাঘ নিয়ে ছুটতে হয় আলিপুর চিড়িয়াখানায়। এ রাজ্যে এ ধরনের কেন্দ্র শুধু রয়েছে জলদাপাড়ায় একুশ বিঘে জমির ওপর নির্মিয়মান কেন্দ্রটি মাটি থেকে ৮ ফুট উঁচু যাতে বন্যা বা অতিবৃষ্টি হলে জল না উঠতে পারে। তৈরি হয়ে গিয়েছে ৭টি ঘর। জমির চারিদিকে খাল কাটা হয়েছে। খালের এপারে লোহার জাল দেওয়া হয়েছে। কাজটি দেখাশোনা করছে জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং মাতলা ফরেস্ট রেঞ্জ। সুন্দরবন মৎসজীবী রক্ষা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত সরকার বলেন, এই প্রকল্প দুটি চালু হলে এই অঞ্চলে ইকো টুরিজম ঘিরে এলাকার কর্মসংস্থানের চিত্র বদলে যাবে।

রামমোহন পল্লীতে পাকা রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: শনিবার সকালে ক্যানিং থানার রামমোহন পল্লী গ্রামে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৮০ মিটার লম্বা ও ১২ ফুট চওড়া ঢালাই কংক্রিটের রাস্তার উদ্বোধন করলেন জেলা সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ক্যানিং-১ ব্লকে ৩৫টি ইঁটের ও ৭টি ঢালাই কংক্রিটের কাজ শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস।

কাটোয়ার মূল ছবিটাই বদলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

‘কাটোয়া’ শহরের নাম শুনলেই মনে পড়ে যায় শ্রী চৈতন্যদেবের কথা। কারণ, এখানকার প্রায় প্রতিটি ধূলিকণা ফিসফিস করে আজও তাঁর কথাই বলে। আজও কান পাতলেই শোনা যায় ‘হরেকৃষ্ণ নাম’।

‘কাটোয়া’উন্নয়নের রূপকার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ছবি: অভিমন্যু দাস

পশ্চিমবাংলার অনেক জায়গাই যখন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে তখন কাটোয়া অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের। এই প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব দীর্ঘদিন ধরে যিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি হলেন পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি পালন করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব। তারপর ’৯৬ সাল থেকে তিনি এলাকার বিধায়ক হিসেবে কাটোয়ার পুরো ছবিটাই বদলে দিয়েছেন। ঝকঝকে রাস্তাঘাট। দেখলেই বোঝা যায়, প্রতিদিন এখানে নিয়মিতভাবে ঝাঁট পড়ে। জল দিয়ে ধোয়া হয়। প্রত্যেক বাড়ি থেকে নিয়মিতভাবে ময়লা সংগ্রহ করে ফেলা হয় নির্দিষ্ট জায়গায়।

একান্তে কথা বলার সময় রবীন্দ্রবাবু বললেন, আমরা ইতিমধ্যেই গঙ্গার জল শোধন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছি। কাটোয়া শহরের ১৯টি ওয়ার্ডেই এই ব্যবস্থা বলবৎ হয়েছে। বন্যা নিরোধক পরিকল্পনা একা পুরসভার ওপর নির্ভর করে না। তা সত্ত্বেও আমরা এই বিষয়ে সর্বোতভাবে সচেষ্ট রয়েছি। শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরির কাজ শেষ। একটা ফার্নেস ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে। ডাঃ বি সি রায় মেমোরিয়াল পলিক্লিনিক নামক সেবা প্রতিষ্ঠানে এক্সরে, আলট্রা সোনোগ্রাফি চালু ছিল। কিছুদিন আগে চালু হয়েছে সিটি স্ক্যান করার যন্ত্র। গত সোমবার অর্থাৎ ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে কাটোয়া শহরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় চালু করা হয়েছে অটোমেটিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা।

কয়েকদিনের মধ্যে স্থানীয় পুরসভার অধীনে পলিক্লিনিকে চালু হতে চলেছে ‘থাইরয়েড’ পরীক্ষার ব্যবস্থা। বেশ কয়েকটি প্রি-প্রাইমারী স্কুল চালানো হয় পুরসভার পরিচালনায়। সেগুলির মান যথেষ্টই উন্নত।

পলিক্লিনিকের অনুষ্ঠানে পুরসভার চেয়ারপার্সন শুভ্রা রায়।

গরিব মানুষদের জন্য আবাসন তৈরির ক্ষেত্রে পুরসভার উদ্যোগে ৬৫০ জন মানুষকে বাড়ি তৈরি করিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়। এলাকার জল প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে কাটোয়ায়। ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় পুরসভার উদ্যোগে এই কাজে বিশেষ তৎপরতা সহজেই চোখে পড়ে।

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথবাবুর কাছে জানতে চাইলাম, আপনি কি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, না। এই আসনটি তপশিলিভুক্ত রয়েছে। তাই আমার পক্ষে এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়।

তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল প্রকাশ্যে তাঁকে হুমকি দিয়েছেন। এমনকী নিয়মিতভাবে একই কায়দায় তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে রবীন্দ্রনাথবাবু জানালেন। কিন্তু তিনি যে আদৌ বিচলিত নন, তা তাঁর শরীরী ভাষায় বোঝা গেল। বরং কি করে এলাকার আরও উন্নয়ন করা যায়, তাই নিয়ে তিনি ভাবছেন একথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। রবীন্দ্রনাথবাবুর মতো এলাকার উন্নয়নে একইভাবে তৎপর কাটোয়া পুরসভার চেয়ারপার্সন শুভ্রা রায়। স্থানীয় মানুষজন তাঁদের কাছে থেকে আরও বেশিমাত্রায় যাতে সহযোগিতা পান, তার জন্য তাঁরা সদাই তৎপর।

ভারত নির্মল অভিযান প্রকল্পে পর্যাপ্ত টাকা বরাদ্দ হলেও বহু ব্লক নিস্পৃহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকের জনগনের সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচীকে সফলভাবে রূপায়ণ করতে ভারত নির্মল অভিযান প্রকল্পে সচেতন খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হলেও বাস্তবে সব ব্লক এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাচ্ছে না। প্রতিটি ব্লকে লক্ষ-লক্ষ টাকা প্রচারের জন্য জেলার জনস্বাস্থ্য দফতরের ভারত নির্মল অভিযান প্রকল্প থেকে দেওয়া হয়েছে। সেই অর্থে সংশ্লিষ্ট ব্লক তার পঞ্চায়েত এলাকার জনবহুল এলাকায় বাউল, তরজা, ম্যাজিকের মাধ্যমে সুস্থ স্বাস্থ্য বিধানের নিয়মকানুন সরকারি সুযোগসুবিধার বিবরণ প্রচার করতে পারে। এছাড়া ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য বিধান সম্পর্কে বসে আঁকো, বক্তৃতা বা ক্যুইজ প্রতিযোগিতাও করা যেতে পারে।

এছাড়া বিভিন্ন পোস্টার, হোর্ডিং এবং ফ্লেক্সের মাধ্যমেও প্রচার কার্য করা যেতে পারে। চলতি আর্থিক বছরে (২০১৩-১৪) ২৯টি ব্লকে স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচীর প্রচার করার জন্য ভারত নির্মল অভিযান প্রকল্পে ২৯টি ব্লকে জেলা থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সব ব্লক এ ব্যাপারে সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না। জেলা থেকে বার বার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও ব্লকের বিডিও বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা নানা অজুহাতে দায় এড়াচ্ছেন। বারুইপুর, সোনারপুর, ভাঙড়-১, মথুরাপুর-১,২, নামখানা, বিষ্ণুপুর-১ এরকম কয়েকটি ব্লকে কিছুটা প্রচার কার্য হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক কর্মীর কথায়, আমরা বার বার বলছি যতটা সম্ভব নির্মল ভারত অভিযান প্রকল্পে প্রচার করুন। টাকার কোনও অভাব হবে না। ভারত নির্মল অভিযান প্রকল্পের জেলা কোঅর্ডিনেটর বিপ্লব দাম এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা বার বার জেলা থেকে তাগাদা দিচ্ছি কিন্তু ব্লক স্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদেরও যথেষ্ট সদ্দিচ্ছা থাকা দরকার। তাছাড়া মহকুমা ও ব্লকস্তরে যদি ভারত নির্মল অভিযান প্রকল্পে কোঅর্ডিনেটর আমাদের জেলায় থাকত তাহলে এই কর্মসূচী রূপায়ণ করতে সুবিধা হত, যেটা উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আছে।

এই প্রসঙ্গে জেলার জনস্বাস্থ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, প্রতিটি ব্লককে সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচীর প্রচার ও সচেতনতার ব্যাপারে আরোও জোর দিতে হবে। প্রতিটি ব্লকে ভারত নির্মল অভিযান প্রকল্পে কোঅর্ডিনেটরের নিয়োগের জন্য আমরা রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে আবেদন পাঠিয়েছি।

বড় কাঁছারিতে পুজো দিয়ে প্রচারে নামলেন অভিষেক

কুনাল মালিক

সাতগাছিয়া: প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরদিনই বিকেল ৪টের সময় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সর্বভারতীয় তৃণমূল যুবা কংগ্রেসের সভাপতি তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্রের অন্তর্ভূক্ত সাতগাছিয়া বিধানসভা এলাকাস্থিত শৈবতীর্থ বাবা বড় কাঁছারি মন্দিরে পুজো দিলেন। অভিষেক আসার কথা রটে যাওয়ায় দুপুর থেকেই হাজার হাজার তৃণমূল সমর্থক দলীয় পতাকা নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে জমা হন।

অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি স্পিকার তথা স্থানীয় বিধায়ক সোনালী গুহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডঃ তরুণ রায়, সাতগাছিয়া ও বিষ্ণুপুরের জনপ্রতিনিধিরা। পুজো দিয়ে বেরিয়ে এসে তিনি রাস্তায় জমায়েত মানুষকে নমস্কার জানালেন। উপস্থিত সাংবাদিকেরা প্রশ্ন ছুঁড়লেন, বিদায় সাংসদ সৌমেন মিত্র এক লক্ষের বেশি ভোটে জিতেছিলেন। এবার কি তিনি সে রেকর্ড ভাঙতে পারবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, এটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়ের উন্নয়নের জোয়ারে তাঁরা মানুষের আশীর্বাদকে পাথেয় করে লড়াইয়ে নেমেছেন। এদিনের পুজোকে তিনি নির্বাচনী জনসংযোগ প্রচার বলে মানতে চাননি। সোনালী গুহ বললেন, অভিষেক নব যৌবনের দূত। তিনি নবীনদের অনুপ্রাণিত করবেন। আগের সব রেকর্ড ম্লান করে অভিষেকবাবু ডায়মন্ড হারবারে জয়লাভ করবেন।

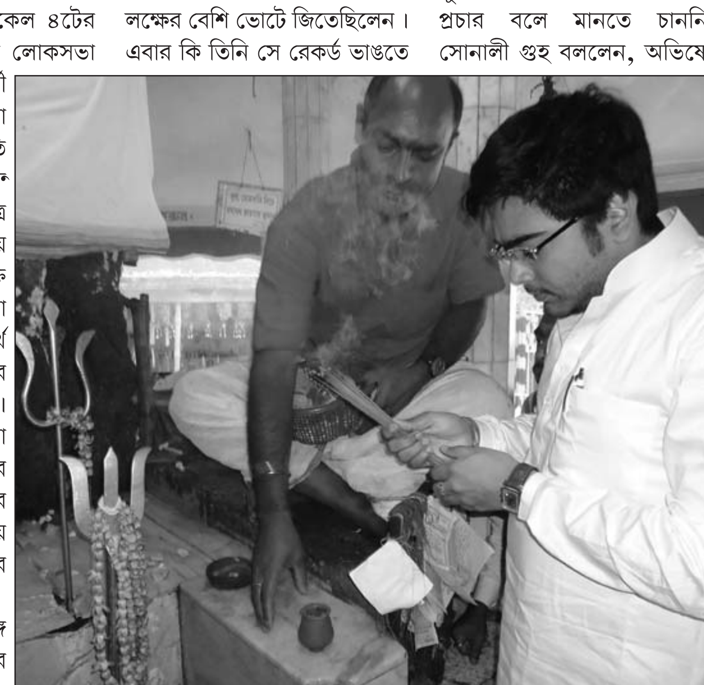

অভিষেক ব্যানার্জী পুজো দিচ্ছেন বাবা বড়কাছারির পীঠস্থানে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ৮ মার্চ-১৪ মার্চ, ২০১৪

রাজ্যে অন্য পরিবর্তনের হাওয়া

রাজ্যে এক অন্য পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শেষ বিধানসভা নির্বাচন ছিল গতানুগতিক ধারার। এবারের লোকসভায় রাজ্যের মেরুকরণের রাজনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। বামপন্থী আর অবামপন্থীদের ভেতর আর সুনির্দিষ্ট সীমারেখা কিংবা ভোট ব্যাঙ্ক-এর চিরাচরিত দাবি অচল হয়ে গিয়েছে। গত বিধানসভায় ছিল জোট রাজনীতির ধারাবাহিকতা। নির্বাচন কমিশনের সংস্কারমুখী ভাবনা ভোটারদেরকে আরও বেশি গণতন্ত্রপ্রিয় করে তুলবে। ইভিএম মেশিনে 'না-ভোট' (নোটা) চালু হলে অনেক ভোটারই তাঁদের অপছন্দের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য জানাতে পারবেন। দলের প্রতি মানুষের আনুগত্য শিথিল হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা, তাঁর কাজের প্রতি আগ্রহ, অতীত ইতিহাস, শিক্ষা, ব্যক্তিগত সততা সর্বোপরি চরিত্রবান প্রার্থী দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক।

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল, বিরোধী বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, বিজেপি ছাড়াও সদ্য ফ্রন্ট ত্যাগী সমাজবাদী কংগ্রেস ও তৃণমূল জোট ত্যাগী এসইউসিআই এবারের লোকসভায় যে যার নিজের জোরে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ পাঁচ দফা এই নির্বাচনের পরিবর্তনের ঢেউটি হল প্রচুর নতুন মুখের প্রার্থীর রমরমা।

শিল্পী-খেলোয়াড়দের মতো অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা লড়াকু বহু প্রার্থী এবারের নির্বাচনের মাঠে। তৃণমূল, বিজেপি ও বামপন্থীদের মধ্যে নতুন মুখের ভিড় বেশি।

রাজ্যে পরিবর্তনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য প্রকট রূপে দেখা দিয়েছে, সেটি হল রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্নহীন আনুগত্য লাভের প্রত্যাশায় সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের লোকজনকে টিকিট দেওয়া। মুনমুন সেন, দেব, সন্ধ্যা রায়, ইন্দ্রনীল সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে নক্ষত্র হলেও রাজনীতির নানা আইনকানুন জটিলতার ক্ষেত্রে পোক্ত নন যতটা রাজনীতির ঘরানার লোকজন হয়ে থাকেন। লোকসভায় গতবার যে সমস্ত চিত্রশিল্পী ছিলেন তাঁরা হাত তোলা রাজনীতি ছাড়া অন্য বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায়নি। রাজ্যের সাধারণ মানুষ অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রার্থী করা নিয়ে যতই উষ্মা প্রকাশ করুক, পরিবর্তনের হাওয়া রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা চাইবেন না দলের কোনও সাংসদ তাঁদের বিব্রত করুক।

অমৃতকথা

১৯৩। মানুষের ভেতর দুটো 'আমি' কাজ করছে। একটা 'পাকা আমি' আর একটা 'কাঁচা'। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, আমার স্ত্রী, আমার শরীর এই টাই 'কাঁচা আমি'। আর যা কিছু দেখছি যা শুনছি কিছুই আমার নয়, এ শরীর পর্যন্ত আমার নয়, আম নিত্য-মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ এইটা 'পাকা আমি'।

১৯৪। এক জ্ঞানী ও এক প্রেমিক সাধক বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে পথের মধ্যে একটি বাঘ দেখতে পেলেন। জ্ঞানী বললেন, 'আমাদের পালাবার কোনও কারণ নেই, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষা করবেন।' প্রেমিক বললেন, 'না ভাই চল আমরা পালিয়ে যাই। আমাদের দিয়ে যে কাজ হতে পারে, ভগবানকে কেন আর সে কাজে মিছিমিছি পরিশ্রম করাব।'

১৯৫। জ্ঞান-পুরুষ। ভক্তি-স্ত্রীলোক। ঈশ্বরের বাহির বাড়িতে জ্ঞান যেতে পারে, কিন্তু অন্তঃপুরে ভক্তি ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না।

১৯৬। কলকাতার কোনও ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় অনেক ভাল ভাল বিলিতি ছবি দেখে পরমহংসদেব বলেছিলে, 'কই তোমাদের বাড়িতে একখানিও ঠাকুরের ছবি নেই।' একটি বালক সেখানে ছিল, সে বললে, 'সে সব এখানে কেন? অন্দরে।' পরমহংসদেব সেই বালকের উত্তরে বড়ই আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

মদ-মাদকের নেশা ছেয়ে গিয়েছে সারা রাজ্যে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

মাদক নেওয়ার অভিযোগে এসএসকেএম হাসপাতালের ইনটার্ন ছাত্র সপ্তর্ষি দাসের মৃত্যু চিকিৎসকদের প্রতি সাধারণ মানুষদের সম্মানের ভিত অনেকটাই আলগা করে দিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে খবর আসছিল, রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মাদকের ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে (এ রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়) সবসময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তদন্ত শুরু হয়, ধড়পাকড় চলে। কিন্তু তার আগে কি প্রশাসন, কি সাধারণ মানুষ - সকলেই নিস্পৃহ হয়ে থাকেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, এসএসকেএম-এর মতো সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের হস্টেলে ডাক্তারি ছাত্ররা দিনের পর দিন মাদক নেয়, একথা কি রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর জানত না? একটা সময় ছিল, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষও এসএসকেএম হাসপাতালে যেতে খুব ভয় পেতেন। রোগীরা যদি কপাল জোরে সেখানে ভর্তি হতেন, দিনের পর দিন তাদের বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হত। ডাক্তারবাবু ও তাঁর দালালরা, রোগী ও তার আত্মীয় স্বজনদের কাছে বারবার স্থানীয় কোনও নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে বলতেন। এমনও হয়েছে, ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে চারদিন ধরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইমারজেন্সি বিভাগের বাথরুমের সামনে ফেলে রাখার পর (প্রায় বিনা চিকিৎসায়) বন্ডে সই করে অন্য হাসপাতালে ভর্তি করার ২৪ ঘন্টা পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। অথচ একই জায়গায় ডাক্তারি ছাত্রদের হাসপাতালে দিনের পর দিন মদ, গাঁজা সহ বিভিন্ন ধরনের মাদক ঢুকলেও তা কোনও কর্তাব্যক্তির জানা ছিল না, একথা বোধহয় কোনও দুধের শিশুও বিশ্বাস করবে না। এছাড়াও হস্টেলগুলির অসহনীয় নোংরা পরিবেশ, সেখানে অবাধে বহিরাগত দুষ্টচক্রের আনাগোনার কোনও খবর কি স্বাস্থ্য-শিক্ষা দফতরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা জানতেন না, না ইচ্ছে করেই রাখতেন না।

বলতে দ্বিধা নেই, এসএসকেএম হাসপাতালের ইনটার্ন ছাত্র সপ্তর্ষি দাসের মৃত্যুর পর ডাইরেক্টর প্রদীপ মিত্র সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। সুতরাং তাঁরা মদ খেতেই পারেন। তিনি আরও বলেছেন, সরকার মদের বোতলের ওপর এক্সাইজ ডিউটি নেয়। তাই মদ খাওয়া বেআইনি হতে পারে না। এটা এখ ফুড হ্যাবিটের মধ্যে পড়ে। তা হলে ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীরা হস্টেলে মদ্যপান করতে পারবে না কেন?

সত্যি, এই যুক্তির পরে আর কোনও কি কথা উঠতে পারে না ওঠা উচিত? উল্লেখ করা প্রয়োজন, ডাইরেক্টরের সাফাই যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, হস্টেলে মাদকদ্রব্য খাওয়ারও কি ছাড়পত্র দিয়েছে সরকার? পুলিশি অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, হস্টেলে মদ এবং মাদক

এক সঙ্গেই ব্যবহার করা হত। আরও জানা গিয়েছে, এই মাদক আসে বাংলাদেশ ও নেপাল থেকেও। নদীয়া, ঘুটিয়ারি শরিফে এদের এজেন্টরা সক্রিয় থাকে। বামফ্রন্টের আমলে সরকারি

> **হস্টেলগুলির অসহনীয় নোংরা পরিবেশ, সেখানে অবাধে বহিরাগত দুষ্টচক্রের আনাগোনার কোনও খবর কি স্বাস্থ্য-শিক্ষা দফতরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা জানতেন না, না ইচ্ছে করেই রাখতেন না।**

হাসপাতালগুলির হস্টেলে প্রায়শই রাজনৈতিক মারামারি, হানাহানি লেগেই থাকত। হয়ত বর্তমান সরকারের আমলে সেই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর কর্তৃপক্ষের শাসনের কোনও আভাস পাওয়া যায়নি। যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা ডাক্তারি পড়তে আসেন, ধরেই নেওয়া যেতে পারে তাঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট মেধাবী। অন্যদিকে হস্টেলে থাকার জন্য অভিভাবকদের পক্ষেও বোঝা সম্ভব নয়, তাদের ছেলেমেয়েরা বেহিসেবী জীবনযাপন করছে কিনা।

অতিসম্প্রতি মাদক পাচারের দায়ে ধৃতদের জেরা করে জানা গিয়েছে, শুধু ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়, শহরের বিভিন্ন পেশার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত মানুষেরাও এই ধরনে নেশার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এইসব মানুষজন প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। সেখানে ডাক্তার ছাড়াও ইঞ্জিনিয়র, আইনজীবী, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, ব্যাঙ্কের অফিসারেরাও রয়েছেন।

ইতিমধ্যে এসএসকেএম হাসপাতালের হস্টেলের সুপারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের নারকোটিক সেলের একজন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারকে। প্রচণ্ড তৎপরতার সঙ্গে চলছে পুলিশি অনুসন্ধান ও অভিযান। ধরা পড়ছে একের পর এক অপরাধী। একসময় দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটে বিষমদ কাণ্ডে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। এতদিন পরে জামিন পেয়েছে এই নারকীয় কাণ্ডে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত খোঁড়া বাদশা। এটাই আমাদের দেশের আইনের ধরনধারন। মাঝখান থেকে সপ্তর্ষি দাসের মতো তাজা প্রাণ অকালে ঝরে যায়। তারপরেও পাকাপাকিভাবে কারও সম্বিত ফেরে না। অপরাধীরা জানে, এরকম ঘটনা ঘটলে সাময়িকভাবে গা ঢাকা দিতে হয়। কয়েকদিন পরে আবার যে কে সেই।

রাজের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একেবারে মাটি থেকে উঠে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও তাঁর জীবনযাপনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু তিনি তো জানেন, এখন রাস্তায় রাস্তায় তরুণ-তরুণীর প্রকাশ্যে মদ্যপান করে, মাদক নেয় ছাত্র-ছাত্রীরা।

এ ঘটনা দিনের পর দিন তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের অন্তর্গত আশুতোষ কলেজের পাশের রাস্তায় ঘটে চলেছে। দিনে এবং রাতে এখানে প্রকাশ্যে চলে বেলেল্লাপনা। মাঝে মাঝে পুলিশ আসে। তারপর দেখা যায় একই দৃশ্য। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন। সাধারণ মানুষজন আজ অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করছেন। এর থেকে রেহাই পাওয়ার কোনও উপায় কি নেই? কে দেবে এর উত্তর।

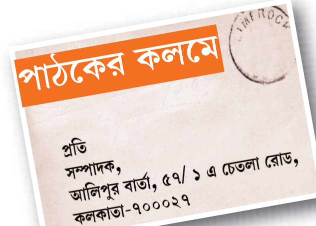

জাদুকর সমাজের অভিনন্দন

সম্প্রতি আলিপুর বার্তায় যে পারুল প্রকাশনীর বিশেষ পরিচিত প্রকাশিত হয়েছে, তা ভারত উপমহাদেশের জাদুকর সমাজের তরফে তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়- কয়েকবছর আগে পারুল প্রকাশনী বিশ্ববিদত জাদুকর (ড.) পি.সি. সরকার জুনিয়র (এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.)-র আত্মজীবনী গ্রন্থ, 'আমার জীবন, আমার ম্যাজিক'-এর এক আন্তর্জাতিক মানের ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থ, 'মাই লাইফ মাই ম্যাজিক' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি জাদুকর ও জাদুপ্রেমী মানুষ বিশ্ববন্দিত জাদুকরের 'ইন্দ্রজাল' জাদু প্রদর্শনীর পিছনে যে তাঁর জীবন দর্শন, তাঁর জাদুগুরু তথাপিতা শাশ্বত জাদু সম্রাট পি.সি. সরকার সিনিয়রের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে। নতুন করে 'ইন্দ্রজাল' প্রদর্শনী সাজিয়ে নিয়ে ৪৩ বছর পার করেও যে তিনি আজও বিশ্বপরিক্রমায় রত, তাঁর 'বিশ্বনাগরিক' হিসেবে যে বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা, তা সবই জানা যায় উপরোক্ত গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে। পারুল প্রকাশনীকে ভারত উপমহাদেশের জাদুকর সমাজের তরফে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার, শৈলেশ্বর, বি. কুমার, প্রিয়ম গুহ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা - ২৫

আপনিই রিপোর্টার

পাঠকেরা আপনাদের অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা, সামাজিক উন্নতি-অবনতির খবর ও উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানের কথা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর আমাদের জানান। প্রয়োজনে আমাদের রিপোর্টার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চল বা ওই সমস্যার ওপরে আলোকপাত করবেন। যোগাযোগ করুন - ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা- ২৭। ইমেলও করতে পারেন alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1964@gmail.com আমাদের ফেসবুকেও মেসেজ পাঠাতে পারেন।

রাজ্য রাজনীতি

জনতার দরবারে নির্বাচন এক বিষম বস্তু

রাজনীতিকে একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিন্দুকেরা বলেন, মমতার প্রার্থী তালিকায় শুধু গ্ল্যামারের ছড়াছড়ি। কিন্তু মমতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মানুষই শেষ কথা। রাজনীতিবিদেরা নন। তাই ২০০৯ সালে লোকসভার নির্বাচনে কৃষ্ণনগর এবং বীরভূম থেকে জিতিয়ে এনেছিলেন যথাক্রমে তাপস পাল এবং শতাব্দী রায়কে। বছর দুয়েক যাবৎ সাধারণ মানুষ বার বার বীরভূম তৃণমূল জেলা কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেও একটি দলীয় জনসভায় তাঁকে সমর্থনও জানিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কিন্তু এবারে লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে বা তাঁর প্রার্থীকে কোনও আমল না দিয়ে সেখানে প্রার্থী করেছেন গতবারের বিজয়ী শতাব্দী রায়কে।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুরে কোনও আসনে ঠাঁই হয়নি কংগ্রেস ছেড়ে আসা তৃণমূল কংগ্রেসের মুর্শিদাবাদে কার্যকরি সভাপতি হুমায়ুন কবীরের। ২০১২ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। অভিযোগ ছিল একটাই, অধীর চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে চিড় ধরেছে। রেজিনগর থেকে কংগ্রেসের টিকিটে জেতার জন্য ছাড়তে হয়েছিল বিধায়ক পদ। দিন কয়েকের মধ্যে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের প্রতিমন্ত্রীর পদ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তবে সাড়ে চার মাসের রাজত্ব তাঁর কপালে সয়নি। উপনির্বাচনে নিজের কেন্দ্রেই হেরে গিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি হুমায়ুন কবীর বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন কংগ্রেস ছেড়ে যাওটা তাঁর ভুল হয়েছিল। তাই বিশেষ সূত্রে শোনা গিয়েছে, তিনি আবার ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন কংগ্রেসে। এ-ও শোনা গিয়েছে, অতি সম্প্রতি হুমায়ুনের এই চিন্তাভাবনার খবর এসে পৌঁছায় তৃণমূল ভবনে। হয়ত সেই জন্যই একজন 'গানওয়ালা', যিনি একদা সিপিআই(এম)-এর কট্টর সমর্থক ছিলেন, সেই ইন্দ্রনীল সেনকে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করেছেন মমতা। বলা ভাল, এক্ষেত্রেও মানুষের ভাষা বুঝতে ভুল করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী এলাকার প্রায় কোনও উন্নয়ন না করেও ন'বার লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। বাঁকুড়ার মতো শুখা অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ, গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময় কি নিদারুণ অবস্থার মধ্যে দিন কাটান তা যারা জানেন না, তারা ধারণাই করতে পারবেন না। এই মৌরুসীপাট্টা ভাঙার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্যতম সেরা তীরটিই এবার সেখানে ছুঁড়ে দিয়েছেন। সেখানে তিনি এবার প্রার্থী করেছেন মুনমুন সেনকে। শোনা গিয়েছে, ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত বাসুদেব আচারিয়া এবার নির্বাচনে প্রার্থীই হতে চাননি। কিন্তু দল কেন তাঁকে রেহাই দেবে? তাই এবারেও বাসুদেববাবুই সেখানে সিপিআই(এম) দলের লোকসভার প্রার্থী হয়েছেন। কিন্তু কালের নিয়মে এখন সেখানে দলের যে ছন্নছাড়া অবস্থা, তাতে করে তিনি এবার জয়ী হতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তারপর বয়সের ভার, রোগের চাপ তো রয়েছেই। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন যুগনায়িকা সুচিত্রা সেন। বাংলার কোটি কোটি মানুষের কাছে তাঁর স্থান যে কোথায় তা কোনও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই মায়ের স্মৃতি, তাঁর নিজস্ব গ্ল্যামার এবং সর্বোপরি তৃণমূল নেত্রীর ক্যারিশমা, মুনমুন সেনকে সংসদে পাঠাতে সক্ষম হবে কি না, সেটাই এখন লক্ষ্য করার বিষয়।

তৃণমূল কংগ্রেস মোক্ষম চাল দিয়েছে দার্জিলিং কেন্দ্রে। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে কোনও কথা না বলে বরং বলা ভাল, কোনও পাত্তা না দিয়ে, সেখানে তারা প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেছে বাইচুং ভুটিয়ার। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে নেত্রী কোনওভাবে দেরি করতে চাননি।

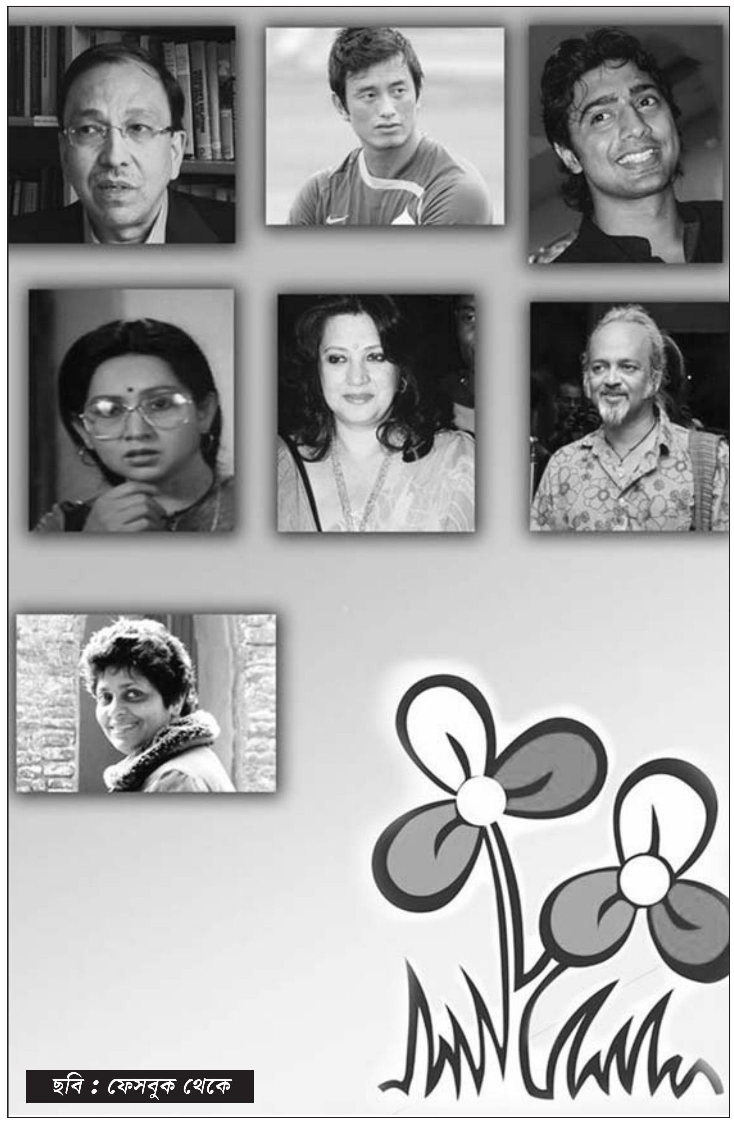

ছবি : ফেসবুক থেকে

মহাফাঁপরে পড়ে গিয়েছেন বিমল গুরুং। এখন তারা চেষ্টা করছেন বিজেপি'র কাউকে সেখানে প্রার্থী করতে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রার্থী হিসেবে বাইচুং ভুটিয়ার নির্বাচনী রণক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ চিন্তায় ফেলেছে বামেদের। সিপিআই(এম) সেখানে প্রার্থী করেছে সমন পাঠককে। বাইচুং বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ভোটে দাঁড়ালাম। দার্জিলিং-এ অনেক কিছু করার আছে। মুখ্যমন্ত্রীও সেখানে অনেক কাজ করতে চাইছেন। যদি মানুষ আমায় নির্বাচিত করেন তাহলে চেষ্টা করব সেখানে আরও বেশি কাজ করার।

জঙ্গিপুর কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে বসিরহাটের সাংসদ নুরুল ইসলাম। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। অনেকদিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, রাষ্ট্রপতি পুত্র অভিজিতের সঙ্গে গোপন সামঝোতা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। এও শোনা গিয়েছিল, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন। সেই জন্যই কি অভিজিতের জয় মসৃণ করতেই বলির পাঁঠা করা হল, নুরুল ইসলামকে।

এবারের নির্বাচনী আসরে সবচেয়ে বড় চমক অবশ্যই দীপক অধিকারী। কোনও সন্দেহ নেই, ঘাটাল বামপন্থীদের লালকেল্লা বললেও কম বলা হবে। কিন্তু এখন সে রামও নেই। সেই রাজ্যও নেই। তা সত্ত্বেও এখানে ঘাসফুল ফোটানো যে কত কঠিন কাজ নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। দেব ওরফে দীপক অধিকারী এখন চাঁদের পাহাড়ে বিচরণ করেন। তিনি কত বড় মাপের অভিনেতা তা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন থাকতেই পারে। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। তাঁকে প্রার্থী করে তৃণমূল সুপ্রিমো যে সিপিআই বা সিপিআই(এম)-এর কাছে চরম বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পেতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের হার্টথ্রব অবিবাহিত দেব যে বামফ্রন্টের রাতের ঘুম ছুটিয়ে দেবেন, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলের মনে প্রশ্ন জাগছে, কেন তিনি লোকসভার নির্বাচনে প্রার্থী হলেন? কে তাঁকে ইনফ্লুয়েন্স করল, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। আরও প্রশ্ন উঠেছে, যদি তিনি নির্বাচিত হন, তাহলে তাঁর কেরিয়ার গ্রাফ কোন দিকে যাবে- নিচে না ওপরে। ১৬ মে'র আগে এর কোনও সদুত্তর পাওয়া সম্ভবপর নয়। ■*নারদ গায়েন*

জগন্নাথপুর আমরা সবাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: গত ২৫ বছর ধরে সোনারপুরে জগন্নাথপুর আমরা সবাই ক্লাব এক ঐতিহ্যশালী ফুটবল প্রতিযোগিতা চালিয়ে আসছে। ভারতীয় ফুটবল তারকা মেহতাব হোসেন এই ক্লাবের সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি সুব্রত ভট্টাচার্য'ও এদের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। কিছুদিন আগেই মেহেতাব একাদশ ও সোনারপুর আইসি প্রসেনজিৎ একাদশের মধ্যে এক রবিবারের সন্ধ্যায় প্রদর্শনী ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়।

সেদিন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবল তারকা গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি, অমিত ভদ্রসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সম্প্রতি সোনারপুর বোসপুকুর কলেজ মাঠে এই সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতার নৈশকালীন ফাইনালে মল্লিকপুর যুব সমিতি ২ গোলে 'বারুইপুর আসমা'কে পরাজিত করে ট্রফি ও ৫০ হাজার টাকা জিতে নেয়। এদিন ১০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচের উদ্বোধক ছিলেন ফুটবলার ব্যারেটো।

জগন্নাথপুর সংগঠনের সম্পাদক নচিকেতা ঘোষ ও পিন্টু ঘোষ জানান, সোনারপুরের এই প্রাচীন সংগঠন বহু দিন থেকেই কলকাতার ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান ও ময়দানের অন্যান্য ক্লাবগুলির সঙ্গে জড়িত।

পোলেরহাটে নবী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙর: ২৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার ভাঙরের পোলের হাট হাইস্কুলে বিশ্ব নবী দিবস পালিত হল। বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ইসলামি হোমেদ, নাত-এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ৫০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন।

এরপর প্রধান অতিথি আলহাজ মাহিরুল ইসলাম মহম্মদের নানা শিক্ষণীয় দিকে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, তৎকালীন সমাজে মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত। বিধবা বিবাহ বলে কিছু ছিল না। তখন নবী বিধবা খাদিজা বিবিকে বিয়ে করে নারী জাতিকে অবহেলা ও লাঞ্ছিত নারীদের মুক্তির পথ দেখান।

মৌলানা আবু আনসার বলেন, আজকের ছাত্রছাত্রীরা যে অশ্লীল, অভদ্র সমাজে বাস করছে তাতে একমাত্র নবী মহম্মদ-এর আদর্শ সঠিক পথ দেখাতে পারে। বিকেল ৪টে নাগাদ ইসলামী গানের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষক মহম্মদ সহিদুল ইসলাম।

ভোট ঘোষণার আগে দ্রুত চলছে ডায়মন্ডহারবার রোড মেরামতির কাজ।
ছবি: অরুণ লোধ

মথুরাপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রচার শুরু

বিশ্বজিৎ পাল, মথুরাপুর: প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরদিনই মথুরাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চৌধুরী মোহন জাটুয়া প্রচার শুরু করে দিলেন রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের কাশীনগর, ফাঁড়ি, কঙ্কনদিঘি প্রমুখ এলাকায়।

গত নির্বাচনে ১২,২৭,৪০৮টি ভোটের মধ্যে শ্রী জাটুয়া ৫,৬৫,৫০৪টি ভোট পেয়েছিলেন। সিপিএম প্রার্থী পেয়েছিলেন ৪,৩৫,৫৪২ এবং বিজেপি প্রার্থী ২৭,৪৩২টি ভোট। অপরদিকে বামফ্রন্ট প্রার্থী রিঙ্কু নস্কর এবং বিজেপির তপন নস্করও এদিনই জন সংযোগে নেমে পড়েন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনার হলে দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন্স অফ বেঙ্গল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন করল। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দেন সংস্থার সভাপতি ড. সুব্রত রায়চৌধুরী। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস ঘোষ, দিলীপ ভট্টাচার্য, অমিত চৌধুরী, রাজারাম, জয়দেব দেব, সুবর্ণা দাস প্রমুখ। দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, কুসংস্কারকে দূর করতে হবে। আমরা যে পরিবেশে বাস করছি, তা নানারকম ক্ষতিকর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, দূষণ থেকে সতর্ক হতে হবে।

অনুষ্ঠানে মোবাইল, কম্পিউটার ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে নিরাপত্তা রক্ষা করতে পদক্ষেপ নিয়ে স্লাইড শো দেখানো হয়। বিজ্ঞানী অমলেন্দু ভট্টাচার্য মহাকাশ বিষয়ে স্লাইড শো দেখান। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক কুইজ প্রতিযোগিতা ও সফল প্রতিযোগীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

সীমানা ছাড়িয়ে

বিষ্ণুপুরে বাবা ষাঁড়েশ্বরের মেলা

সুজিত চক্রবর্তী

১৩৪৬ সালে মল্লরাজ পৃথ্বিমল্ল বিষ্ণুপুর থেকে ৮কিমি দূরের দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী একদা বাগদি প্রধান গ্রাম ডিহরে ষাঁড়েশ্বরের ও শৈলেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপুর মন্দির শহরের এক লাখ মানুষের প্রধান উৎসব বাবা ষাঁড়েশ্বরের গাজন। মন্দির দুটি মাকড়া পাথর দ্বারা নির্মিত। প্রতি বছর সাড়ে৫-৭হাজার গাজন সন্ন্যাসী এসে থাকেন। উচ্চভূমির উপর ষাঁড়েশ্বরে মন্দিরটি ২২ফুট উঁচু এবং দক্ষিণে অবস্থিত শৈলেশ্বরের মন্দিরটি ১৬ ফুট। বলা যায় বাংলার সেরা উৎসবগুলির মধ্যে অগ্রহণ্য এই গাজন মেলা।

ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের চূড়া নেই। মন্দিরের গায়ে আড়াই ফুট চওড়া মন্দিরের গর্ভের দৈঘ্য ১০ফুট এবং প্রস্থ ৮ ফুট। ভূমি সংলগ্ন গৌরী পীঠের উপর পুজো হয় ষাঁড়েশ্বর মন্দিরে। এখানে পৌষ সংক্রান্তি, বারুণি ও গাজন মেলা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ষাঁড়েশ্বরের পিছনে রক্ষিত রয়েছে ঘোড়া রূপী ভৈরব। গাজন শুরু আগে ভৈরব মাসির বাড়ি যান। আর তার ৮ দিন পর তিনি গাজন শেষে দিন ফিরে আসেন যথাস্থানে। ভৈরবের গমনের পর থেকেই গাজন শুরু হয়ে যায়। চৈত্র মাসের ৫দিনের দিন থেকে শুরু হয় মূল ষাঁড়েশ্বরের গাজন। কয়েকদিনের এই মেলার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম দিন গামার কাটা, দ্বিতীয় দিন রাজাভাটা, তৃতীয় দিন রাতগাজন, চতুর্থ দিন গাজন এবং পঞ্চম দিন ভৈরব দিয়ে বা আঁশমান্না। গামার গাছ কেটে এনে পুজো করা হয়। তার আগে দেব গোত্র ধারণে নতুন কাপড় সহ উর্দি ধারণ হয়। গভীর রাতে পুরোহিত মূল সন্ন্যাসী মা দুর্গাকে মন্দিরে আনেন। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজাভাটা অর্থাৎ রাজাকে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমন্ত্রণ জানান। অনেকে আবার এই দিনও দ্বারকেশ্বর নদীতে স্নান করে গাজন সন্ন্যাসী দীক্ষায় দীক্ষিত হন। তৃতীয় পর্যায়ে রাতে গাজন শুরুর আগে আসে এক পুজোর পর্ব। সেখানে ষাঁড়শ্বর, শৈলেশ্বর, পঞ্চানন, ভৈরব এবং

মা ভবানীর সন্ন্যাসীরা পুজো করেন। নতুন গামছাকে বিড়া করে তার ওপর খোলা রেখে তাতে আখের খোয়ার আগুন জ্বেলে ধুনো পোড়ানো হয়। যার যেমন মানসিক থাকে সেই রকম তা বুকে, পেটে, দু হাতে অথবা অষ্টাঙ্গে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টা বাজতে থাকে। এরপর আছে গড়ান ভক্তা অর্থাৎ গাজন সন্ন্যাসীরা গড়িয়ে গড়িয়ে যাত্রা করেন। যাদের প্রণাম ব্রত তারা উপুড় হয়ে লম্বা লম্বাভাবে শুয়ে পড়েন এবং দুটি হাত লম্বা ভাবে জোড় করে বেত রাখবেন। দুটি ক্ষেত্রেই গাজন সন্ন্যাসীরা সমস্বরে চেচিয়ে জয়ধ্বনি করেন। এখানে বিভিন্ন রকমের বানফোঁড়া দেখা যায় এই গাজন মেলায় যেমন জিভে, হাতে, পীঠে, বুকে , ঠোটে।

চতুর্থ পর্যায়ে দিনে গাজনের অনুরূপ ক্রিয়াকর্ম থাকে। আর শেষ পর্যায়ে দিনে আঁশমান্না-বাবা বা ভৈরবের বিদায়। শেষের দিন সন্ন্যাসীরা দ্বারকেশ্বর নদীতে স্নান করে পুজো করে তাদের উর্দি ও গোত্র ত্যাগ করেন। এরপর গাজন কমিটির ভোজের অন্ন বাবা ভৈরবকে নিবেদন করে তাঁকে তাঁর পুর্বোক্ত স্থানে রেখে আসা হয়। অবশেষে গাজন সন্ন্যাসীর তাদের উপোস ভঙ্গ করে ফল আহার, অন্ন গ্রহণ করেন ও বাড়িতে ফিরে যান।

বিষ্ণুপুরের এই ষাঁড়েশ্বরের গাজন কাটা একটা ছোট্ট আকারের ট্যুর -কাম অ্যাডভেঞ্চার। মদন মোহন মন্দির ছাড়িয়ে বাইপাস রোজ অতিক্রম করে লাল কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে গ্রাম বাংলা অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবেন চাকদা গ্রামে। বিড়াই নদীর ঝিরঝিরে জল পেরিয়ে দ্বারকেশ্বর নদীর চড়ে পৌঁছাবেন। বিষ্ণুপুর শহরের ১৯টি ওয়ার্ডের অগণিত মানুষ কেউ হেঁটে কেউ ট্রেকারে করে এই পরম তীর্থে এসে জমায়ত হন। দ্বারকেশ্বর নদীতে জল সেভাবে থাকে না। বিশাল 'বালিয়াড়ি'। ইদানিং বিষ্ণুপুর শহরে ছেয়ে গিয়েছে প্রমোটারি রাজ। আর এই প্রমোটারি রাজ কায়েমের ফলে বালি বাজার শুরু হয়েছে। আইনি বা বেআইনি বালি নেওয়ার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। মুক্ত বায়ুর লালমাটির গন্ধ থেকে অন্য এক পরিবেশে আবদ্ধ হয়ে উঠছে ঐতিহাসিক ইতিহাস বিজড়িত বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর কথা উঠলে প্রথমে মনে হয় বিষ্ণুপুর মন্দির। মাঝে মাঝে শর গাছের ঝোপ। আর মাথার ওপর রোমাঞ্চ ভরা রাত।

তারপর বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি। ইচ্ছে মতো গা এলিয়ে শুয়ে পড়ুন। এরপর নদী ডিঙিয়ে ডিহর গ্রাম। ওখানকার মেলায় রয়েছে চড়ক, ম্যাজিক, পুতুল নাচ, যাত্রা, মুকাভিনয়, আবৃত্তি, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের লড়াই। বাচ্চাদের বেলুন থেকে শুরু করে তালপাতার বাঁশি, মাটির জিনিস কিনা পাওয়া যায়, এই মেলায় যে কোন রকমের বেয়াড়াপানা দেখলেই সন্ন্যাসীরা বেত পেটান। অদ্ভূতভাবে এই বিশাল মেলা এক বন্ধনে আপনা থেকেই আপন করে নেয়। তাই গাজনের দিনগুলি বিষ্ণুপুর শহরে এনে দেয় একপ্রকার অঘোষিত বনধের চেহারা।

> *গাজন শুরু আগে ভৈরব মাসির বাড়ি যান। আর তার ৮ দিন পর তিনি গাজন শেষে দিন ফিরে আসেন যথাস্থানে। ভৈরবের গমনের পর থেকেই গাজন শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিন গামার কাটা, দ্বিতীয় দিন রাজাভাটা, তৃতীয় দিন রাতগাজন, চতুর্থ দিন গাজন এবং পঞ্চম দিন ভৈরব দিয়ে বা আঁশমান্না।*

কীভাবে যাবেন

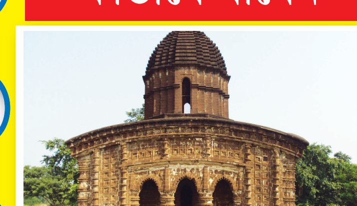

হাওড়া থেকে সকাল ৬টা ১৫ নাগাদ পাবেন রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস এবং সাঁতরাগাছি থেকে সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে আরণ্যক এক্সপ্রেস। তিন ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন বিষ্ণুপুর শহরে। যদি দিনে-দিনে ফিরে আসতে চান তাহলে বিকেল ৫টা নাগাদ রূপসী বাংলা ধরতে পারেন। থাকতে চাইলে ওখানে প্রচুর হোটেল পাবেন প্রয়োজনে আধঘণ্টা দূরত্বে জেলাশহর বাঁকুড়াতেও থাকতে পারেন। তবে রূপসী বাংলায় গেলে অগ্রিম রিজার্ভেশন করে যাওয়াই ভালো।

শ রী র নি য়ে ক থা

অ্যালার্জির শুরুতেই ব্যবস্থা নিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইন্দিরা গান্ধী ভয় পেতেন ফুলের কাছে যেতে। অথচ সারা জীবন তাঁকে প্রায় রোজই পুষ্পস্তবক নিতে হত। আসলে ফুলে ছিল তাঁর অ্যালার্জি। এটা এমন একটা রোগ যাতে আপনি শয্যাশায়ী হতে পারবেন না কিন্তু সমগ্র শরীরে অসহ্য অস্বস্তিতে আপনার কর্ম ক্ষমতা হ্রাস পাবে। তবে ইদানীং দেখা যাচ্ছে অ্যালার্জি থেকে বড় ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন রুগী। আমাদের শরীরের প্রতিরোধ শক্তির অত্যাধিক সংবেদনশীলতা থেকেই অ্যালার্জির সৃষ্টি হয়। সাধারণত চামড়াতে কোনও চুলকনি জাতীয় র‍্যাশ বেরলেই তাকে অ্যালার্জি বলে। এক ধরনের অ্যালার্জিকে স্বাস্থ্যের পরিভাষায় বলা হয় হে ফিভার। মরশুম পরিবর্তনের সময় চোখ চুলকিয়ে লাল হয়ে যায়, নাক দিয়ে জল পড়ে। শ্বাসনালীতে ধূলো ঢুকে অ্যালার্জি থেকে হাঁপানি হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ওষুধ থেকেও অ্যালার্জির সংক্রামণ হয়।

আমবাতে আক্রান্ত হলে শরীরে চুলকানি থেকে লাল হয়ে ফুলে ওঠে। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার মিলিয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার দেখা দেয়। অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা এবং শারীরিক বা মানসিক চাপ থেকেও আমবাত হতে পারে। শিশুদের অনেকের ত্বক দেখবেন খুব শুস্ক হয়, একে বলা হয় অ্যাটপিক ডার্মাটাইটিস। ত্বক সংবেদনশীল হলে চামড়ায় অ্যালার্জি হবে। আর শ্বাসনালী সংবেদনশীল হলে হাঁপানি হয়। তবে কখনই ত্বকের অ্যালার্জি থেকে হাপানির সৃষ্টি হয় না।

যদি আমবাতের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যাবেন।

> **চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন নেওয়ার সময় তাকে অবশ্যই জানাবেন কি ধরনের ওষুধে আপনার অ্যালার্জি হয়।**

কারণ, এই ক্ষেত্রে শ্বাসনালীর পর্দা ফুলে শ্বাস রোধ করতে পারে। এধরনের রুগীরা সঙ্গে অ্যান্টিহিসটামিন ট্যাবলেট রাখবেন। শ্বাসকষ্ট হলেই জিভের তলায় ট্যাবলেট রেখে হাসপাতাল বা চিকিৎসকের কাছে যাবেন। আরও একটা রোগ সর্বসাধারণের মধ্যে খুব দেখা যায়, তাহলে এগজিমা। এক্ষেত্রে চুলকে চুলকে ত্বক মোটা হয়ে যায়, কখনও রস পড়ে। এগজিমা সঠিক চিকিৎসা হলে সহজেই নিরাময়যোগ্য।

আর এক ধরনের অ্যালার্জিকে বলা হয় কনট্যাক্ট ডারমাটাইটিস। বিশেষ ধরনের বস্তু অনেকের চামড়াতে সহ্য হয় না। তার ফলেই এই রোগের সৃষ্টি হয়। ইমিটেশন গয়না পড়লে যাদের নিকেলে অ্যালার্জি আছে তাদের চামড়ায় চুলকানির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রসাধনীতে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান অনেকেরই সহ্য হয় না। তার ফলে প্রসাধন করলেই সঙ্গে সঙ্গে ত্বক জ্বালা করে ও ফুলে ওঠে। যে সব মহিলাদের বাড়ির সবরকম কাজ নিয়মিত করতে হয় তারা অনেকেরই দেখবেন হাতে চামড়া উঠে যায়, অনেক সময় এগজিমার মতো হয়। কড়া ক্ষার দেওয়া সাবান ব্যবহার, সবজি কাটার সময় হাতে রস লাগা, ফুল তোলা প্রভৃতি কাজে এই ধরনের অ্যালার্জি সংক্রামিত ব্যক্তিরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এঁদের অবশ্যই দস্তানা ব্যবহার করে হাতের কাজ করতে হবে। অনেকেরই হেয়ারডাইতে অ্যালার্জি থাকে। এঁদের ক্ষেত্রে হেয়ারডাই ব্যবহার মারাত্মক হয়ে ওঠে। এই ধরনের রুগীরা কখনই চুল রং করতে যাবেন না। অনেকেরই বিভিন্ন ধরনের ওষুধে অ্যালার্জি থাকে। বিশেষ করে মৃগী রোগের ওষুধ, ইউরিক অ্যাসিডের ওষুধ, পেনকিলার থেকে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারে গায়ে র‍্যাশ হলে বুঝবেন এই ধরনের ওষুধে আপনার সমস্যা আছে। সেজন্য চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন নেওয়ার সময় তাকে অবশ্যই জানাবেন কি ধরনের ওষুধে আপনার অ্যালার্জি হয়। তবে একটা কথা, ওষুধের অ্যালার্জি ছাড়া অন্য অ্যালার্জিতে ভয়ের কিছু নেই। তবে শ্বাসকষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে।

প থে প্রা ন্ত রে

যাওয়া-আসার পথে পথে

একটা লম্বা রাস্তা চলছি। অনেক দেখছি, আর শিখছিও। সেই দেখা-শেখার বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ধারাবাহিকভাবে এই বিভাগে প্রকাশ করছেন দীপক বড়পণ্ডা। যেখানে পথ চলতি ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের জীবনের বৃহৎ কোন অনুষঙ্গ।

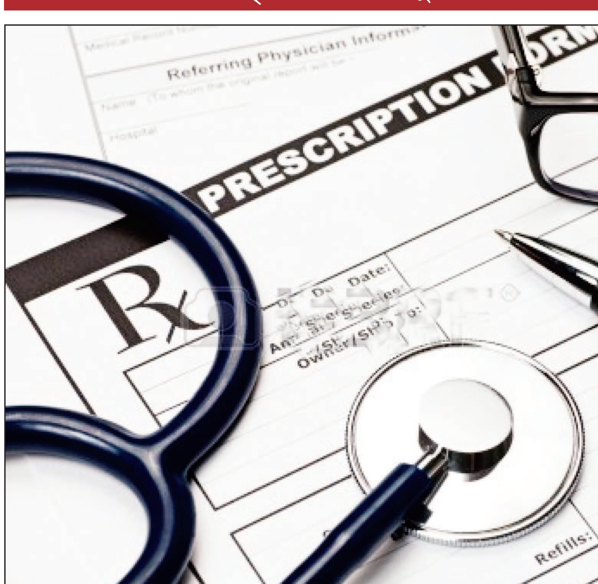

রাত দশটায় শিয়ালদায় ট্রেনে উঠেছি। দমদমে নামব। রবিবার ট্রেন ফাঁকা। একটা কামরায় উঠলাম। ফাঁকা দেখেএকটা কোণায় বসলাম। একজন বললেন, ওদিকে হাওয়া দেবে, এদিকে চলে আসুন। ওঁর কথায় মান্যতা দিয়ে ওঁর কাছে চলে গেলাম। কথায় কথায় জানলাম, ভদ্রলোক কলকাতা পুলিশে চাকরি করেন। লালবাজারে চাকরি। থানায় কাজ করতে চান না।

- কেন?

-থানায় অনেক ঝামেলা। একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই।

বললাম, পুলিশ আর হাসপাতালের লোকেদের কথাবার্তা ভাল হলে অনেক সুবিধা হয়। বললেন, হ্যাঁ, তা ঠিক। অনেক কিছুই নির্ভর করে কে কেমন কথা বলছে তার ওপর। এবার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। একটি হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার রাউন্ডে এসে পেশেন্টেদের কাছ থেকে পেশেন্ট পার্টিকে খুব খারাপ কথা বলে বার করে দিচ্ছিলেন। ডাক্তারবাবু খুব উত্তেজিত। রোগীর আত্মীয়রাও কোনও ঝুঁকিনা নিয়ে ধীরে ধীরে ওখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একজন দাঁড়িয়ে থাকলেন তাঁর রোগীর মাথার কাছে। সেই ভদ্রলোকের কাছে এসে ডাক্তার বললেন, আপন শুনতে পাচ্ছেন না আমার কথা? ভদ্রলোক বললেন,'ইস বিস্তারমে ম্যায় ল্যাডকা শোয়া হ্যায়। ইসে ম্যায় বহুত পিয়ার করতা হুঁ।' বয়স্ক ডাক্তারবাবু আট বছরের ছেলেটির বাবার দিকে তাকালেন, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরো মাপলেন। গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। হয়ত বাবাকে ছেলের কাছে থাকার নীরব অনুমতিটাও দিয়ে গেলেন।

পিতাই স্বর্গ...

এই বাজারে পরীক্ষার্থীর নেই কোনো মাথার দাম। বেহালা অঞ্চলের এক ব্যস্ত রাস্তায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীণী কন্যাকে তাঁর বাবা পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন পরীক্ষাকেন্দ্র। বাবার নিজের মাথায় হেলমেট আছে কিন্তু পরীক্ষা দিতে যাওয়া মেয়ের মাথায় হেলমেট দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। ছবি: অরুণ লোধ।

এজেন্ট চাই

কলকাতায় ও জেলায় জেলায় যাঁরা আলিপুর বার্তার এজেন্ট হতে চান যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে।
ফোন করুন **এই নাম্বারে** : ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ছন্দা এবার যাচ্ছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করতে

পনেরো পাতার পর

গতবার যেহেতু এভারেস্ট জয়ের ক্ষেত্রে সরকারি আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন এবার সেটা পাওয়া যাবে না। তাই পর্বত অভিযানে সব টাকাই তাকে ব্যক্তিগতভাবে জোগাড় করতে হচ্ছে। এই অভিযান প্রসঙ্গে ছন্দা বললেন, ‘‘টেকনিক্যালি খুব কঠিন এই শৃঙ্গে ওঠা। চারদিকে খাড়া বরফের দেওয়াল, পরিভাষায় যাকে ‘আইস ওয়াল’ বলে। সেই বরফের দেওয়ালে উঠতে গেলে যে যে সমস্যা হয় সে সম্পর্কে আমার সঠিক কোনও ধারণা নেই। সম্পূর্ণ নতুনভাবে পথ তৈরি করে যেতে হবে। তাই যতক্ষণ না বেসক্যাম্পে যাচ্ছি ততক্ষণ কিছুই বলতে পারব না। সবটাই একটা অনুমানের ওপর রয়েছে। এগারো বছর আগে জাপানের একটি দল এই শৃঙ্গ জয় করেছিল। এরপর থেকে কোনও ভারতীয় ওখানে ওঠেনি। আগামী ৩১ মার্চ রওনা দেব। আবহাওয়া ঠিক থাকলে ২ এপ্রিল থেকে শুরু হবে এই ট্রেকিং। ১২ দিন ট্রেক করে পনেরো হাজার ফুট উচ্চতার কাঞ্চনজঙ্ঘার বেসক্যাম্পে পৌঁছাব। এই অভিযান শেষ করতে মোট সময় লাগবে প্রায় ৭০ দিন। সবটাই নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপর। এভারেস্ট জয়ের সময় যে শেরপা আমার সঙ্গে ছিলেন তিনি এবারও আমার সঙ্গে সঙ্গী হচ্ছেন।’’ এই শৃঙ্গ অভিযানের জন্য কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছেন সেই প্রসঙ্গে ছন্দা জানালেন, ‘প্রতিদিন সকাল বিকাল মিলিয়ে প্রায় ৮ ঘন্টা কঠোর অনুশীলন করতে হয়। সকালে ৩ ঘন্টা দৌড় এবং ওয়েট ট্রেনিং। বিকেলেও দৌড়, ওয়েট ট্রেনিং ও সাইক্লিং করি। অনেকসময় স্পনসরদের কাছে যাওয়ার জন্য বিকেলের অনুশীলনের সিডিউলে একটু ব্যঘাত ঘটে। তবে চেষ্টা করি সময়টা একই রাখতে।’ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয়ের পর কেন কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়ের প্রসঙ্গে ছন্দা জানান, ‘সবাই এভারেস্ট জয় করে ঠিক কথা, কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তার সঙ্গের অন্যান্য যে দুর্গম শৃঙ্গগুলো রয়েছে সেগুলি জয় করে একটা নতুন পথ খোলার ইচ্ছা থেকেই এই কাঞ্চনজঙ্ঘা পশ্চিম (ইয়ালুংথাং) শৃঙ্গ জয় করার বাসনা।’

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Office of the District Election Officer & District Magistrate,
Alipore, South 24-Paraganas, Kolkata - 700 027,
Phone: 2479 1079, **Fax:** 2448 3171, **E-mail:**dmsouoth@gmail.com

Memo No. 153/Elec Dated:05/03/2014

Order U/S 144 of Criminal Procedure Code, 1973

Whereas, the Election commission of India has announced the schedule for the 16th Parliament General Elections, 2014 vide notification no. ECI/PN/10/2014 Dated: 05/03/2014 in the country and also the Model Code of Conduct for the Parliament General Election , 2014 has come into force from 05.03.2014 which applies to the entire South 24-Paraganas District and the area under jurisdiction of District Election Officer & District Magistrate, South 24-Paraganas and has been made applicable to all the candidates, Political Parties and State Government.

And

Whereas, the Election Commission of India has issued instructions with regards to the preventive measures for Parliament General Elections, 2014 to be taken District Election Officer and District Magistrate and Police Authorities to maintain law and order and create peaceful atmosphere for the conduct of free and fair electrions under the guidance of the Election Commission of India to ensure peaceful, free and fair polls in the district;

And

Whereas, in my opinion there is Sufficient ground for exercising the powers vested in me for proceeding under sub-section(1) of section 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 and impose van for carrying of all types of arms and fire arms and other lethal weapons, to ensure free, fair, peaceful and orderly conduct of election process and to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawfullly employed or danger to human life or safety, disturbance of public tranquility or riot or an affray, during electioneering;

And

Wheres, I am satisfied that the circumstances does not allow the serving of the notices in due time individually upon the persons against whom this order in directed;

Now, therfore, I, Santanu Basu, IAS, Distirct Election Officer & District Magistrate, South 24-Paraganas, in exercise of powers vested in me under Section 144 Cr.P.C., 1973 do hereby prohibit the carrying of all type of arms, firearms, ammunitions & lethal weapons, in any open space, street, road, square, thoroughfare, by-lanes or in any open place in the area under hte jurisdiction of the District of South 24-Paraganas with immediate effect till the completion of election process.

However, the above instructions shall not apply to the public servants/Police/Defence/Personnel and security Personnel on duty and to those members of the community who are entitled to display weapons by long outstanding law, custom and usage unless they are found to be indulging in violence or posing a threat to the maintenance of law and order and peaceful conduct of elections.

Given under my hand and the seal of this office on the 5th day of March, 2014.

Sd/-
[Santanu Basu, IAS]
District Election Officer
&
District Magistrate,
South 24-Paraganas,

307(3)/DICO/24-Pgs. (S)/Dt.-05.03.2014

১৬-তম লোকসভা নির্বাচন- কোথায় কোন প্রার্থী

কেন্দ্র	তৃণমূল	বামফ্রন্ট	বিজেপি
কোচবিহার	রেণুকা সিংহ	দীপক রায়	হেমচন্দ্র বর্মন
আলিপুরদুয়ার	দশরথ তিরকে	মনোহর তিরকে	
জলপাইগুড়ি	বিজয়ভূষণ বর্মন	মহেন্দ্র রায়	সত্যলাল সরকার
দার্জিলিং	বাইচুং ভুটিয়া	সমন পাঠক	
রায়গঞ্জ	সত্যরঞ্জন দাশমুন্সি	মহম্মদ সেলিম	
বালুরঘাট	অর্পিতা ঘোষ	বিমল সরকার	বিষ্ণুপ্রিয়া রায়চৌধুরী
মালদহ (উত্তর)	সৌমিত্র রায়	খগেন মুর্মু	সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী
মালদহ (দক্ষিণ)	মোয়াজ্জেম হোসেন	আবুল হাসনাত	
জঙ্গিপুর	হাজি নুরুল ইসলাম	মুজফ্‌ফর হোসেন	সম্রাট ঘোষ
বহরমপুর	ইন্দ্রনীল সেন	প্রমথেশ মুখার্জি	
মুর্শিদাবাদ	মহম্মদ আলি	বদরুদ্দোজা খান	সুজিত কুমার ঘোষ
রানাঘাট	সৌগত বর্মন	অর্চনা বিশ্বাস	সুপ্রভাত বিশ্বাস
কৃষ্ণনগর	তাপস পাল	শান্তনু ঝা	সত্যব্রত মুখার্জি (জলু)
বনগাঁ	কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর	দেবেশ দাস	
ব্যারাকপুর	দীনেশ ত্রিবেদী	সুভাষিণী আলি	
দমদম	সৌগত রায়	অসীম দাশগুপ্ত	তপন সিকদার
বারাসত	কাকলি ঘোষদস্তিদার	মর্তাজা হোসেন	পি.সি. সরকার (জাদুকর)
বসিরহাট	ইদ্রিস আলি	নুরুল হুদা	
জয়নগর	প্রতিমা নস্কর	সুভাষ নস্কর	
মথুরাপুর	সি এম জাটুয়া	রিঙ্কু নস্কর	তপন নস্কর
ডায়মন্ড হারবার	অভিষেক ব্যানার্জি	আবুল হাসনাত	অভিজিৎ দাস
যাদবপুর	সুগত বসু	সুজন চক্রবর্তী	
কলকাতা (উত্তর)	সুদীপ ব্যানার্জি	রূপা বাগচী	রাহুল সিনহা
কলকাতা (দক্ষিণ)	সুব্রত বক্সি	নন্দিনী মুখার্জি	তথাগত রায়
উলুবেড়িয়া	সুলতান আহমেদ	সবিরুদ্দিন মোল্লা	আর.কে. মোহান্তি
হাওড়া	প্রসুন ব্যানার্জি	শ্রীদীপ ভট্টাচার্য	জর্জ বেকার
শ্রীরামপুর	কল্যাণ ব্যানার্জি	তীর্থঙ্কর রায়	
হুগলী	রত্না নাগ	প্রদীপ সাহা	
আরামবাগ	আফ্রিন আলি	শক্তিমোহন মালিক	
তমলুক	শুভেন্দু অধিকারী	সেখ ইব্রাহিম আলি	
কাঁথি	শিশির অধিকারী	তাপস সিংহ	
ঘাটাল	দীপক অধিকারী (দেব)	সন্তোষ রানা	
ঝাড়গ্রাম	উমা সোরেন	পুলিনবিহারী বাস্কে	
মেদিনীপুর	সন্ধ্যা রায়	প্রবোদ পাণ্ডা	
পুরুলিয়া	মৃগাঙ্ক মাহাতো	নরহরি মাহাতো	
বাঁকুড়া	মুনমুন সেন	বাসুদেব আচাড়িয়া	সুভাষ সরকার
বিষ্ণুপুর	সৌমিত্র খান	সুস্মিতা বাউড়ি	
বর্ধমান (পূর্ব)	সুনীল মণ্ডল	ঈশ্বরচন্দ্র দাস	
দুর্গাপুর	মমতাজ সঙ্ঘমিত্রা	সেখ সাহিদুল হক	
আসানসোল	দোলা সেন	বংশগোপাল চৌধুরী	
বোলপুর	অনুপম হাজরা	রামচন্দ্র ডোম	
বীরভূম	শতাব্দী রায়	কামরে ইলাহি	

কবে কোথায় ভোট

পর্ব ১ -১৭ এপ্রিল: কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং।

পর্ব ২-২৪ এপ্রিল: রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদা (উত্তর), মালদা (দক্ষিণ), মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর।

পর্ব ৩-৩০ এপ্রিল: হাওড়া, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, হুগলী, আরামবাগ, বর্ধমান (পূর্ব), দুর্গাপুর, বোলপুর, বীরভূম।

পর্ব ৪-৭ মে: ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আসানসোল।

পর্ব ৫-১২ মে: বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, দমদম, বারাসত, বসিরহাট, কলকাতা (উত্তর ও দক্ষিণ), যাদবপুর, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল।

বিধানসভা উপনির্বাচন

১৭ এপ্রিল - কুমারগ্রাম, ময়নাগুড়ি।

৩০ এপ্রিল - গলসি।

৭ মে - কোতুলপুর।

১২ মে - শান্তিপুর, চাকদহ।

ভোট গণনা ১৬ মে

সিনেমা-টিনেমা

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

গত সংখ্যার পর

ও দেখেছে ছবিতে কাজ করতে হলে কতটা পরিশ্রম করতে হয়। শুটিং-এর ক্লান্তি শরীরকে যে কতটা আচ্ছন্ন করে রাখে ও তো বুঝেছে, জেনেছে নিজেকে দিয়ে। শেষরাতে বাড়ি ফিরে আবার পরের দিন সকালেই শুটিং করতে হয়েছে। মুনমুন যে অভিনয় করতে পারে না সেটা মুখে না বললেও হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অথচ সুচিত্রা-তনয়ার ট্যালেন্ট ছিল অন্যদিকে। ভাল ছাত্রী ছিল। ভাল ছবি আঁকত। সুচিত্রার বাড়ি মুনমুনের আঁকা ছবিতে ভর্তি। শিল্পী পরিতোষ সেনের কাছে অনেকদিন তালিম নিয়েছে এ বিষয়ে। সুচিত্রার পরিষ্কার মন্তব্য, ওর সিনেমায় নামাটা আমার পছন্দ নয়। গৃহবধূ সুচিত্রাও সিনেমায় নেমেছিলেন স্বামীর সঙ্গে জেদাজিদি করে। এক সময় উনি বিখ্যাত হয়ে যান। হয়ত সেই জন্য পরে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদও হয়ে যায়।

সেদিন চোখের জলে মঠ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন সুচিত্রা। রাতে স্বপ্নে দেখেন, ভরত মহারাজ তাঁর জিভে এঁকে দিচ্ছেন বীজমন্ত্র।

'সাত পাকে বাঁধা' ছবিতে একটি দৃশ্য আছে, স্বামী সৌমিত্রের জামা টেনে ছিঁড়ে দিচ্ছেন সুচিত্রা সেন। সেদিনই সকাল বেলায় সেই একই ঘটনা ঘটে যায় সুচিত্রা'র ব্যক্তিগত জীবনে। অমিতাভ চৌধুরীর ভাষায়, ও ভেরি ইন্টারেস্টিং লেডি। সিনেমা ছাড়াও নানা বিষয়ে পড়াশোনা করত। হিন্দি, ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি ভাষা শিখেছিল। গল্প করতে পারত নানা বিষয়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ওর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। একেবারে ভোরবেলা চলে যেত বেলুড় মঠে। আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসত বাড়িতে। অনেকে বলেন, তিনি ভরত মহারাজ অর্থাৎ স্বামী অভয়ানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আসলে তা ঠিক নয়, কারণ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি ও সহ সভাপতিরা ছাড়া আর কেউই দীক্ষা দেওয়ার অধিকারী নন। ভরত মহারাজ কোনওদিনই এধরনের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তিনি চিরদিনই মঠে থেকেছেন রামায়ণের ভরতের মতো, শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা, স্বামী বিবেকানন্দের চরণ বন্দনা করে। তবে একসময় ব্যক্তিগত কারণে দিনের পর দিন বেলুড় মঠে যাতায়াত করার সুবাদে, বিশেষত ভরত মহারাজের সাময়িক সান্নিধ্যে আসার সূত্রেই শুনেছি এক প্রায় অবিশ্বাস্য কাহিনী, যুক্তি-বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়।

নিদারুণ সঙ্কটের এক মুহূর্তে সুচিত্রা সেন কান্নায় ভেঙে পড়ে মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন স্বামী অভয়ানন্দের কাছে। স্বামীজি তাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন মঠের নিয়মাবলী। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় নাছোড়বান্দা হয়ে মন্ত্রের জন্যে আকুতি জানাতে থাকেন ভরত মহারাজের কাছে। তখন চোখের জলে ভেসে যাওয়া সুচিত্রাকে মহারাজ বলেন, মন্দিরে গিয়ে তোমার প্রার্থনা জানাও ঠাকুরের কাছে। একমাত্র তিনিই পারেন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে। সেদিন চোখের জলে মঠ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন সুচিত্রা। রাতে স্বপ্নে দেখেন, ভরত মহারাজ তাঁর জিভে এঁকে দিচ্ছেন বীজমন্ত্র। পুলকিত মহানায়িকার ঘুম ভেঙে যায়। সারারাত বসে কাটানোর পরে শেষরাতে স্নান করে ছুটে যান বেলুড় মঠে স্বামী অভয়ানন্দের কাছে। সেখানে তখন অপেক্ষা করছিল আরও বিস্মিত হওয়ার পালা।

মুখোমুখি হতেই স্বামীজি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন - কি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে তো! তাই মহানায়িকার কাছে তিনি ছিলেন গুরুর আসনে। ভরত মহারাজের শরীর চলে যাওয়ার পরে শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে এসেছিলেন টলিউডের গ্রেট গার্বো। সমস্ত ঘটনার

বিবরণ শুনেছি, স্বামী অভয়ানন্দ তথা ভরত মহারাজের একনিষ্ঠ সেবক মন্টুবাবুর কাছে। পরবর্তীতে এও জেনেছি, এরকম ঘটনা একা সুচিত্রা নন, ঘটেছে ভরত মহারাজের সান্নিধ্যে আসা আরও কয়েকজনের জীবনে।

আবার ফিরে আসি অমিতাভ চৌধুরীর কথায়, সুচিত্রাকে দেখে বার বার মনে হয়েছে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি সে ছিল পুরোপুরি ডিভোটেড। সেখানে যেন সে খুঁজে পেত নিশ্চিত আশ্রয়। তার মানে এই নয় যে সবসময় মেতে থাকত ঈশ্বরের নাম গানে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের পুরনো বাড়িতে বেডরুমের পাশেই ছিল ঠাকুর ঘর। সেখানে রাখা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট ছবি। সেখানে ঢুকলে ধূপের ধোঁয়ায় আর ফুলের গন্ধে মনটা আপনা থেকেই প্রসন্ন হয়ে যেত।

বোলপুরে ওর মা-বাবা থাকতেন ভুবনডাঙ্গার মাঠে। ট্রেনে যেতে পারত না, গাড়ি করে সেখানে দু-একদিন কাটিয়ে ফিরে আসত। বই, ফুল, পাখি এদের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। জিজ্ঞেস করেছিলাম, সময় কাটাও কী করে? উত্তরে বলেছিল, কেন ফুল পাখিদের দেখে। বাড়ির সামনে মোরাম বিছানো সবুজে ঘেরা রাস্তা বরাবর হাঁটলেই তিনটি গ্যারাজ। বাঁদিকে একতলায় দুটো দরজা। দোতলায় প্রশস্ত ব্যালকনি। উঁচু সিলিং, নীচে কার্পেট, দুধারে লম্বা লম্বা ফুলদানি। কোনওটায় ফুল আছে, কোনওটায় নেই। চিক ঢাকা বারান্দায় বসার জায়গা।

একই ধরনের বিবরণসহ সুচিত্রা সেন সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি কাননদেবীর কাছে। সে কথায় পরে আসব। আপাতত বলি অমিতাভবাবুর ভাষাতেই। বাগান লাগোয়া ঘরে থাকতেন তিনি। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পঞ্চাশ ফুট বাই পঞ্চাশ ফুট।

এরপর আগামী সংখ্যায়

• হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

ভূতনাথের মুখোমুখি কিং খান

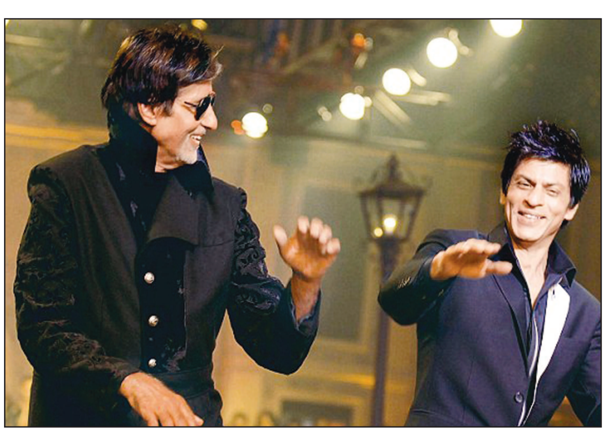

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভূতনাথ রিটার্নস ছবিতে অমিতাভ বচ্চন আবার ভূতের বেশে ফিরে আসছেন। প্রথমপর্বে অমিতাভ ও শাহরুখ কিন্তু একবারও মুখোমুখি হননি। কিন্তু এবার শোনা যাচ্ছে শাহরুখ স্বল্প সময়ের জন্য থাকলেও যতটুকু সময় থাকবেন বিগ-বি'র সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন। চেন্নাই এক্সপ্রেস যতই হিট করুক, ধুম-থ্রি করে আমির খান তাঁকে টপকে গেছেন। তাই এই ছোট্ট উপস্থিতিতেও শাহরুখ টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বিগ-বি আর কিং খানের মুখোমুখি রসায়ন এতদিন পরে কেমন জমে সেটাই এখন দেখার।

ইমরান এবার আজহার

বলিউডে একটি ফিল্মে ক্রিকেটার আজহারের ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন ইমরান হাসমি। ক্রিকেট জুয়াড়ির ভূমিকায় 'জন্নত'-এ অভিনয় করার পর ইমরানের এবার নতুন চ্যালেঞ্জ।

শাশুড়ি বউমা বিবাদ তুঙ্গে

ঐশ্বর্য ও জয়া বচ্চনের মধ্যে মন কষাকষির খবর আর কোনোভাবেই ধামাচাপ দেওয়া যাচ্ছে না। কয়েকদিন আগে এক বলিউডি পার্টিতে দু'জনে এক সেকেন্ডের জন্যও কাছাকাছি হননি। অপরদিকে মায়ের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করার জন্য অভিষেক পার্টির মধ্যেই ঐশ্বর্যকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে দু'কথা শুনিয়েছেন।

সবার উপরে
দ্বিশতাধিক আলোকচিত্রসহ সুচিত্রা সেন-র জীবন ও চলচ্চিত্র
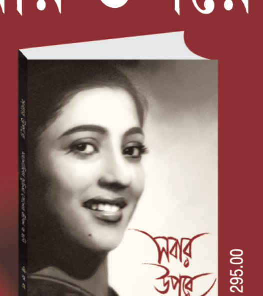
₹ 295.00
বিশ্বপথিক পিট সিগার ১৫০ পৃথ্বীরাজ সেন
প্রতিবাদী শিল্পীর জীবন-কথা ও নির্বাচিত গানের অনুবাদ সঙ্গে প্রচুর দুষ্প্রাপ্য রঙিন ও সাদা-কালো ছবি
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীরা ৫৯৫
বিখ্যাত শিল্পীদের আর্ট ও লেখার রঙিন অ্যালবাম সম্পা. গৌতম বাগচি
ঢেউ গুনছি সাগরের ৩৯৫ আশাপূর্ণা দেবী
৫০টি প্রেমের গল্প ৪০০ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
কথাপুরুষ ২৫০ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
মন্দ মেয়ের উপাখ্যান ৩০০ সম্পা শৈলেন্দ্র হালদার
মাঝি বাইয়া যাওরে ২০০ সঙ্গে ভিসিডি বিনামূল্যে অমর পাল অনুলিখন আশিষতরু মুখোপাধ্যায়
সূর্যচৈতন্য ১০০ সূর্যসাধক বিশ্বনারায়ণ সম্পাদনা অমিত ভট্টাচার্য
উপেন্দ্রকিশোরের সেরা সন্দেশ সংকলন ও ভূমিকা শৈলেন ঘোষ ৫০০.০০
নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির শতবর্ষে মাত্র ৫০ টাকায়
GITANJALI Rabindranath Tagore
ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে ১০০ জ্যোতিষচন্দ্র বসু সম্পাদনা পল্লব মিত্র
হে প্রেম ১০০ কবির ১০০ প্রেমের কবিতা ১০০
হে নৈঃশব্দ্য ১০০ কবির ১০০ বিরহের কবিতা ১৫০
সংকলন ও সম্পা. মেঘ বসু
মুহূর্তকথা প্রতিটি ৩৫০.০০ বাংলা ছোটোগল্পের রূপালী সংগ্রহ
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় • মহাশ্বেতা দেবী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বুদ্ধদেব গুহ • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বাণী বসু • হর্ষ দত্ত
অক্সফোর্ড বুকস্টোর স্টারমার্ক | ক্রসওয়ার্ড ওয়ার্ল্ডভিউ | দে'জ চক্রবর্তী চ্যাটার্জি-সহ পাওয়া যাচ্ছে অনলাইন www.boimela.in www.clickforboi.in এবং flipkart.com-এ।
পারুল
PARUL PRAKASHANI Pvt Ltd
8/3 Chintamoni Das Lane, Kolkata 700 009
9874486773

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ৮ মার্চ -১৪ মার্চ, ২০১৪

মেষ: মন ভরাক্রান্ত হয়ে থাকবে। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য আসবে। ব্যবসায় তেমন সুফল পাবেন না। লেখপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে পা ফেলবেন। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি হতে পারে। শিরঃপীড়ার যোগ।

বৃষ: উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে যে চিন্তা ছিল সেগুলি ক্রমান্বয়ে সমাধান হবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত লাগাতে পারেন তাতে সফল হবেন। শিক্ষা সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। পেটের গোলমাল চলবে। ব্যবসায় সফল হবেন। ব্যয়ের কিছু আধিক্য থাকবে।

মিথুন: কর্মের জোরে ও মনের শক্তিতে বহুবিধ সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারবেন। অসমাপ্ত কাজগুলিকে সমাপ্ত করতে পারবেন। ধর্মীয় বিষয়ে এগিয়ে যান, লাভবান হবেন। গৃহে মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু না কিছু শুভ ফল পাবেন।

কর্কট: হতাশার মধ্যেও সপ্তাহের শেষদিকে আশার সঞ্চার হবে। ব্যবসায় যে সমস্ত গোলমাল চলছিল সেগুলির সমাধান হওয়া সম্ভব। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে সময়টা যথেষ্ট শুভ হবে। স্নেহপ্রীতির ক্ষেত্রে শুভ ফল পাওয়ার যোগ আছে।

সিংহ: ব্যয়ের আধিক্য ঘটবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজে গোলযোগ ঘটলে ও সামান্য ধৈর্য অবলম্বন করলে অবশ্যই সফল হবেন। পূর্বে যে কলহগুলি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির নিরসন হবে। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে ও তাতে সফল হবেন। বিদেশ ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

কন্যা: অশান্তির মাত্রা কমলেও এখনও কিছু ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। পথে ঘাটে সাবধানে থাকবেন। প্রতারকারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্ষতি করার জন্য। ব্যবসায় কিঞ্চিত লাভ হবে। সাহিত্যিক বা শিল্পীগনের পক্ষে সুনামের যোগ রয়েছে। দাঁতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

তুলা: মনের শক্তি ধীরে ধীরে ফিরে আসবে, কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করে নয়। জমি-জমা, স্থাবর-অস্থাবর, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল যোগাযোগ আসছে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় বাধা অনেকটা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্র শুভ হবে।

বৃশ্চিক: মনের জোর মোটেই পাবেন না। নিজের ভুলের জন্য হতাশায় কষ্ট পাবেন। মাদক জাতীয় নেশা থেকে যতটা পারবেন দূরে থাকুন, শুভ ফল পাওয়া যাবে। বাজে ভাবে পয়সা নষ্ট হয়ে যাবে। লেখাপড়ায় মন বসবে না। অপরের দায়িত্ব নেবেন না।

ধনু: আয় ও উন্নতির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কিছু শুভ ফল পাবেন। আর্থিক অশুভ যোগ ধীরে ধীরে কেটে যাবে। গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে। খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে, সাবধান। স্বাধীন পেশাজীবীর পক্ষে সময়টি শুভ হবে।

মকর: মনের আনন্দে কাটাবার চেষ্টা করলেও কিছু কিছু বাধা এসে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। জয় আপনার অনিবার্য। সাফল্যের উচ্চশিখরে উঠতে পারবেন। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ শুভ হবে। জলপথে ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

কুম্ভ: সাজসজ্জা, বাহুল্য থেকে দূরে থাকুন, মন ভাল হবে। অন্যের পিছনে অকারণ অর্থ ব্যয় করতে যাবেন না। পিছনে অনেক শত্রু আছে, যারা আপনার ক্ষতি করতে পারে। পরীক্ষার বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সামান্য লাভ করবেন।

মীন: চলার গতিটা আংশিক ধীর হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে মাথা ধরা বা বাতের জন্য আংশিক কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় সামান্য লাভ করবেন। প্রণয়ের বিষয়ে জড়িয়ে পড়তে পাবেন। সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে শুভ হবে।

৮০০০ উচ্চমাধ্যমিক পাশ নিয়োগ

দুয়ের পাতার পর

ছবির মাপ ন্যূনতম ১০ কেবি. ও সর্বোচ্চ ২০ কেবি. হতে হবে। ছবিতে সই করবেন না। জেপেগ ফর্ম্যাটে ৫-১০ কেবি.'র মধ্যে নিজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে আপলোড করুন। ছবি ও স্বাক্ষর যেন ফর্মে দেওয়া বক্সের থেকে ছোট বা বড় না হয়।

আবেদন ফিজ: সমস্ত প্রার্থীদেরই রেজিস্ট্রেশন ফিজ লাগবে ১০০ টাকা। পরীক্ষার ফিজ ৪০০ টাকা, তবে তপশিলি, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফিজ লাগবে না। ওয়েবসাইটে দেওয়া প্রিন্ট চালান টু পে ফিজ লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। এফোর মাপের কাগজে সেটির প্রিন্ট আউট নেবেন। ফিজ চালানের হার্ড কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে ইপেমেন্টের ব্যবস্থা থাকা পোস্টঅফিসে গিয়ে টাকা জমা দেবেন। চালানের দুটি কপি দিতে হবে পোস্টঅফিসকে একটি কপি নিজের কাছে রাখবেন। ফিজ জমা হলে অবশ্যই রিসিপ্ট নেবেন। ১ এপ্রিল অবধি ফিজ জমা দেওয়া যাবে। জমা দেওয়ার ৩ দিন পর লগইন করে পেমেন্ট স্ট্যাটাস দেখবেন। সেখানে না পেলে helpdesk.dopexam@gmail.com- তে নিজের মেল থেকে মেল করে জানাবেন।

মাঙ্গলিকী

সমাজে শোষিত বঞ্চিত মানুষের গান

অরূপ রতন

নবকুমারের গান: একটুও কম নই
কবি, গীতিকার নবকুমার

গ্রন্থ সন্ধানী: নবকুমারে বইটি আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। এটি গীতিকবিতার বই। সমাজের শোষিত, বঞ্চিত মানুষের গান। সবধরনের সামাজিক ও পারিবারিক শোষণ, বঞ্চনার শিকার হয়েছেন নবকুমার আজীবন। তাই এই বইয়ের সব গীতি কবিতাই তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার গান। গানগুলির সুর তিনি নিজেই দেন, যা তাঁর কণ্ঠে হয়ে ওঠে শ্রোতাদের কাছে হৃদয়স্পর্শী। তাই কোনও আসরেই একটি-দুটি গান শুনিয়ে রেহাই পান না নবকুমার - তাঁকে গেয়ে যেতে হয় তাঁরই সৃষ্টি গানগুলি একের পর এক। এই বইয়ের গানগুলির ভিতর থেকে একটি গানও আলাদাভাবে এই প্রতিবেদক উল্লেখ করবেন না - পাঠককে সঙ্গীত শিল্পীকে বরং বলব, আপনিই বলুন এই বইয়ের গানগুলির মধ্যে কোন গানটি ব্যতিক্রমী গান নয়?

বইয়ের জ্যাকেট প্রচ্ছদে রাতের রয়েছে রাতের আকাশে এক ফালি চাঁদের চিত্রাঙ্কন। কি জানি কেন,এই ছবি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদককে

মনে করিয়ে দিল সুকান্ত কবির সেই কবিতা - 'আকাশের চাঁদ যেন...' প্রচ্ছদ শিল্পী হলেন মারুত কাশ্যপ। বইটির ভূমিকা লিখেছেন শ্রদ্ধেয় পিনাকী ঠাকুর (যাঁর হাতে আজ 'কৃত্তিবাস'-এর দায়িত্ব ন্যস্ত)। স্বল্প কথায় কবিগীতিকার নবকুমারের সুন্দর পরিচয় তুলে ধরেছেন তিনি।

তবে 'ভূমিকা' না বলে পিনাকী ঠাকুরের লেখনীকে যথাযথ সম্মান জানানো হয়েছে 'সম্পাদকের কলমে' শিরোনামে। এর অবশ্য কারণও আছে - এই বইয়ের গানগুলি শ্রীঠাকুর সুন্দরভবে সাজিয়েছেন। যা অবশ্যই বইটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এই বইয়েতে আমরা আরও কিছু গান পাই, যা আজ শিক্ষিত বাঙালি সমাজের অতি সাম্প্রতিককালের অবক্ষয়েরই কথা।

এই গানগুলির জন্যেই বইটি আবার 'আধুনিককালের বাঙলা গানের' কিছুটা ধারকও হয়ে উঠেছে। এবার নবকুমারকে তাঁর এই বইয়ের সব গানগুলির স্বরলিপি সংকলন প্রকাশ করতে হবে। তাহলেই 'একটি মুজিবরের কণ্ঠ হতে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠে' মতন তাঁর গান এক নবকুমার থেকে শত নবকুমারের কণ্ঠে শোনা যাবে, তাঁর সৃষ্টি স্থায়িত্ব পাবে - সেটাই আমরা দেখতে চাই।

যোগাযোগ: ৯৭৩৪০২৮৮৫৫

ত্রিকাল সাহিত্য পত্রিকার মাসিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পত্রিকার এই সভাটি হয় প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার লেক রোডে কবি, প্রবন্ধিক কৃষ্ণা সেনের বাসভবনে। আসরের আহ্বায়ক ছিলেন ত্রিকাল পত্রিকার সম্পাদক মধুসূদন কর। সঞ্চালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন লেখক চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য। আসর শুরু হল দেবাশিস মল্লিকের স্তোত্র পাঠ ও হেমন্ত মুখার্জির আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। দেবাশিস হেমন্ত মুখার্জির খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তাই ভারতখ্যাত শিল্পীর সব গানই দেবাশিসের কণ্ঠে অসাধারণ লাগে - গুরুর গানের প্রকৃতই এক ধারক শিষ্য। এদিন স্বরচিত গানের কবিতা পাঠে আসরকে সমৃদ্ধ করলেন নিতাই মৃধা, কৃষ্ণা সেন, অলোক বরণ সরকার, সুকল্যাণ মুখার্জি প্রমুখ। ডুয়েটে ছিলেন বাসুদেব পাল, কৃষ্ণা পাল। কৃষ্ণা পাল ভাল ছড়াও শুনিয়েছেন। সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা শুনিয়েছেন। বড় তাস নিয়ে মজাদার জাদুও দেখান। জাদু সম্রাটকে নিয়ে তাঁর কবিতার সূত্র ধরেই কৃষ্ণা সেন স্মরণ করলেন বহু যুগ আগে ঘরোয়া আসরে দেখা জাদু সম্রাটের জাদুর কথা, যা আজও তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল। এদিন আবৃত্তিতে উজ্জ্বল ছিলেন পীযূস কান্তি সেনগুপ্ত, কেয়া দাশ বিশ্বাস। কেয়া দেবী রবীন্দ্রসঙ্গীতও শুনিয়েছেন। স্বরচিত কথায়, স্বসুরাপিত সুরে মন ছোঁয়া গান শুনিয়েছেন কল্পনা সেনগুপ্ত। উপভোগ্য গল্প পাঠে ছিনে পূরবী গুপ্ত, বাসুদেব দাস, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ। দার্জিলিং নিয়ে বাঙলা ভাগের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখেন দিলীপ কুমার পাত্র।

সভার আহ্বায়ক মধুসূদন কর ত্রিকাল নিয়ে তাঁর আগামী দিনের ভাবনা চিন্তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন সবার সামনে মধুসূদন করই হলেন ত্রিকালের দক্ষ সম্পাদক।

ফাগুন সাঁঝে ইচ্ছেনদী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফাল্গুনের এক বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যায় গ্যালারি গোল্ডে বিবি বসুর 'ইচ্ছেনদী' নামক কবিতার বইটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এযুগের আর এক কবি সুবোধ সরকার। বিবি বসু একজন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। জীবনে চলার পথে এক নিকট মানুষকে হঠাৎ করে হারানোর যন্ত্রণা থেকে যে শব্দগুলো মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে সেই শব্দগুলোকেই কবিতার আকারে প্রথমে ফেসবুকের ওয়ালে, পরে ডাইরির পাতায় লিপিবদ্ধ হয়।

এবার তা বই আকারে প্রকাশিত হল। বেশিরভাগ কবিতাই সাত-আট লাইনের কবিতা। প্রতিটি কবিতার মধ্যেই ফুটে উঠেছে সেই প্রিয় মানুষটির অনুভবের কথা, বেদনার কথা। এই কবিতার বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশে উপস্থিত ছিলেন বাচিক শিল্পী কাজল শূর, চিত্রশিল্পী মানস রায়, শিল্পী রোকেয়া রায় এবং আবৃত্তিকার মধুমিতা বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রেশমি চ্যাটার্জি।

জেলার খবর

নবপল্লী ও ডাবুতে উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দিঘির পাড় পঞ্চায়েতে নবপল্লী গ্রামে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে সাড়ে ২৪ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ৫০০ মিটার লম্বা পাকা ঢালাই কংক্রিটের রাস্তার উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক। তিনি বলেন, ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে ২০টি পিচের রাস্তাসহ ৭১টি পাকা রাস্তার কাজ হচ্ছে। ৯০ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। আগামী দু'মাসের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হবে। ডাবু পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়ন ঘটাতে ৩০টি কংক্রিট ও ১০টি পিচের রাস্তার নির্মাণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বিভাগীয় দফতরে। মাটির নীচ দিয়ে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ, গেস্ট হাউস, শৌচালয়, এটিএম পরিষেবা ও শিশু পার্ক নির্মাণের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

TENDER NOTICE

Memo No.-53ICD/GOSABA
Dated.-27.01.2014

Tenders are invited from the co-operatives/Firms/Firms/individuals for Storing/Carrying of Food stuffs and supply of stationary and other miscellaneous articles of the Golaba ICDS Projict, South 24 Parganas for the period of one year i.e. for the year 2014-2015. The last date of receiving application for tender documents on 27.03.2014 up to 2.00 P.M.

Further details are available from the office of the undersigned.

Sd/-
Child Development Project Officer,
Gosaba ICDS Project,
South - 24 Pgs.

53/ICD/GOSABA/27.02.2014

বিজেপি'র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে

প্রথম পাতার পর

এই লেখা প্রেসে যাওয়ার সময় পর্যন্ত এখনও জানানো হয়নি, এবারের নির্বাচনে এল.কে. আডবানী আদৌ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি না বা করলে কোন আসন থেকে লড়াই করবেন। অন্যদিকে কোনও কোনও সূত্র থেকে জাননো হয়েছে, নরেন্দ্র মোদি নাকি এবারে বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ ব্যাপারে এখনও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। পাশাপাশি ইদানীং নরেন্দ্রজীর সঙ্গে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী জলসভার পাশে থাকছেন বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং। দিল্লিতে একাধিক বিজেপি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলেছেন, আমাদের দলের রাজনীতিতে রাজনাথ সিং-এর চেয়ে ধূর্ত আর কেউ নেই। তিনি বিশেষ কায়দা করে নরেন্দ্র মোদিকে গাছের মাথায় উঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নেমে আসার কৌশল শেখাতে রাজি নন। কারও কারও মতে, মোদিজী যদি কোনওভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পান, এমনকী দল যদি দু'শো আসন সংখ্যায় পৌঁছাতে না পারে, তখন শুরু হবে রাজনাথসহ বিজেপি নেতৃত্বের আসল খেলা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই জানেন, শতক বিভক্ত বিজেপি একসময় দু-তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, এমন কথা ভাবা হয়েছিল। অন্যদিকে অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর রাজত্বকালে যে সব ঐতিহাসিক কাজগুলি করে গিয়েছেন, সেগুলি সম্পর্কে মোদিজী কোথাও কোনও উল্লেখ করছেন না। দলের একাংশ মনে করে, মোদিজী ইচ্ছাকৃতভাবেই অটলবিহারী অথবা আডবানীর মতো নেতাদের উপেক্ষা করে চলেছেন।

একই সময় দিল্লিতে আম আদমি পার্টির প্রভাব কিছুটা কমলেও তারা যে বিজেপি'র জয়রথ আটকে দিতে প্রস্তুত, তা টের পাওয়া গেল বিভিন্ন জনের কথায়। দিল্লিবাসী অনেকেই মনে করেন, এত তাড়াতাড়ি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেওয়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উচিত হয়নি। তাছাড়া ২৬ জানুয়ারির আগে মাত্র দু'জন পুলিশ কনস্টেবলের অপসারণের দাবিতে স্বয়ং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাসতায় বসে আন্দোলন করার বিষয়টিকেও আমজনতা ভাল মনে মেনে নিতে পারেনি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, বিদ্যুতের দাম অর্ধেক করে দেওয়া অথবা বিনাপয়সায় অনেক সুযোগ-সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখানো, মিথ্যের বেসাতি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তা সত্ত্বেও স্থানীয় অনেকেই মনে করেন 'আপ' এবারের লোকসভা নির্বাচনে যথেষ্ট ভাল ফল করবে। তাদের ধারণা, দিল্লির সাতটি আসনের মধ্যে পাঁচটি আসন পাবে আম আদমি পার্টি।

সবচেয়ে করুণ অবস্থা কংগ্রেসের। দিল্লিতে তারা যে একটা আসনও পাবে না, তা হলফ করে বলেছেন অনেকেই।

তাদের অনেকের বক্তব্য, এত দেরি করে কেন রাহুল গান্ধীকে আসনে নামানো হল? রাহুল গান্ধী প্রশাসনিক কাজে সফল হবেন, এমন কোনও উদাহরণ তিনি এখনও রাখতে পারেননি।

তাই শতাব্দী প্রাচীন দলের এই করুণ অবস্থা সত্ত্বেও ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই বিজেপি শিবিরে সৃষ্টি হচ্ছে দ্বিধা দ্বন্দ্ব, মনান্তর, মতান্তর। তাই এবারের মসনদে নরেন্দ্র মোদি আদৌ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কি না, সে নিয়ে সন্দেহ ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে।

নেতাজীর চরিত্র হননকারী সুগত বসু কি রক্ষা পাবেন?

প্রথম পাতার পর

তাঁর চ্যানেল টেন সেদিন এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। কুণাল সম্পাদিত খবরের কাগজেও সেদিন একই প্রতিধ্বনি। অলীক কুনাট্য পল্লবিত হওয়ার অন্যতম কারণ, তখন মুখার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান মনোজ মুখার্জি স্বীকার করেছিলেন যে ফৈজাবাদ থেকে অন্তর্হিত নাম না জানা (গুমনামী বাবা) সন্ন্যাসী ভগবানজিই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন।

তথ্য প্রমাণ ছাড়া কৃষ্ণা বসু ও সুগত বসু দিনের পর দিন নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও চিতাভস্মের গল্প সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। বই লিখেছেন 'হিজ ম্যাজিস্ট্রিজ অপোনেন্ট'। যে বইটিকে নিয়ে একাধিক রাজ্যে মামলা হয়েছে সেই বইয়ের কিছু অংশ সুগতর ছবি সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনামূল্যে অষ্টম শ্রেণির ইংরাজি বইতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নেতাজীর রিসার্চ ব্যুরোর আড়ালে এবং রাজ্যের শাসক দলের ছত্রছায়ায় নেতাজীর নাম ব্যবহার করে পরিযায়ী অধ্যাপক সুগত বসু নেতাজীর চরিত্র হনন শুধু নয় বিকৃত মিথ্যা ইতিহাস বাংলায় এবং ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়েছেন। তাঁর বইতে নেতাজী তদন্ত নিয়ে বিচারপতিকে কটাক্ষ করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও দেশের অগণিত নেতাজী ভক্ত মানুষ সুগত'র নেতাজী কুৎসাকে ভালচোখে দেখেন না। রিসার্চ-এর আড়ালে সুগত গোষ্ঠী তথ্য ধামাচাপা দিতে তৎপর। কোনওদিন তিনি কিংবা তাঁর মা কৃষ্ণা বসু নেতাজী ফাইল প্রকাশের দাবি তোলেননি। ঐতিহাসিক সুগত বসু কিছু দিন আগে এক বাংলা দৈনিকে লেখেন যে সুভাষচন্দ্র নাকি কোনওদিন 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' এমন কথা বলেননি। এগুলি নাকি অতিভক্ত বাঙালিদের কল্পনা। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টর, ঐতিহাসিক, নেতাজী পরিবারভুক্ত শিক্ষাবিদ সুগত বসু খবর রাখেন না যে ভারত সরকার প্রকাশিত বইতে আজাদহিন্দ বক্তৃতায় নেতাজী সুস্পষ্টভাবেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। সেই বক্তৃতা পরবর্তীকালে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো তাঁদের বইতেও প্রকাশ করে।

নেতাজীর তথাকথিত কন্যা 'এ্যানিটা পাফের' প্রকৃত পরিচয় আলিপুর বার্তা প্রকাশ করেছিল। এ্যানিটাও এ ব্যাপারে বিব্রত। কোনও কোনও সূত্র থেকে জানা গিয়েছে রেনকোজির তথাকথিত ছাইভষ্মের কিছু অংশ সুগত বসুর বাড়ির আলমারীতে নাকি রাখা থাকে।

সত্যকে আটকাতে সুগত বসুরা বরাবরই তৎপরতা যাদবপুরের সাংসদ হিসেবে তিনি জনপ্রতিনিধি হবার স্বপ্ন দেখছেন। নেতাজীর চরিত্র হননকারীদের মুখোশ জনসমাজে দেরীতে হলেও প্রকাশ পেয়েছে। আভিজাত্য ও তথাকথিত শিক্ষার মোড়কে বসু বাড়ির ওই ছোট গোষ্ঠী কতদিন মিথ্যাচার চালান এখন সেটাই অপেক্ষার।

কাটোয়া পৌরসভা

কাটোয়া, বর্ধমান

কাটোয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থানগুলি দর্শন করতে কাটোয়ায় আসার আমন্ত্রণ রইল।

পৌরসভা পরিচালিত মনোরম পরিবেশ যুক্ত

শ্রাবণী

অতিথিশালা আপনার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবে

মণ্ডলপাড়া, কাটোয়া, বর্ধমান

দূরভাষ : ০৩৪৫৩-২৫৫১৩৫

চন্দ্রকূপ স্বামীর ছাড়পত্র পেলেই যেতে পারবেন এই আদি পীঠে

গত সংখ্যার পর

করাচী থেকে হিংলাজ যাওয়ার সময় এখনও শোনবেনী ও রিয়সতের মরুদ্যানের গ্রামবাসীরা যাত্রীদের হাতে নারকেল, হলুদ সুতো ও শুকনো মিছরি তুলে দেন পুজোর অর্ঘ রূপে। আর একইসঙ্গে গেয়ে ওঠেন হিংলাজ মায়ের গান। তবে যেহেতু এখন আর মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হয় না, তাই এখানে যাত্রীরা আর আশ্রয় না নিলেও এই প্রথা চালু আছে।

হিংলাজ মায়ের কাছে যাবার আগে চন্দ্রকূপ বাবার কাছে যেতে হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেখান থেকে আদেশ পেলে তবেই হিংলাজ মায়ের কাছে যাওয়া যায়। তারও আগে পৌঁছাতে হয় গুরুশিষ্য পাহাড়ে। স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস জনৈক গুরু এবং তাঁর শিষ্য কালো পাথরে পরিণত হয়ে যুগ যুগ ধরে এখানে অবস্থান করছেন। লম্বায় প্রায় তিন হাত, চওড়ায় দেড় হাত, উচ্চতায় হাত দুয়েক। দু'টি মানুষের দেহ পাথরে পরিণত হয়ে এখানে রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হবে না। এই দুটি পাথরকে ঘিরে গল্পগুচ্ছ প্রচলিত আছে ওই চত্বরে।

একসময় জনৈক গুরু ও শিষ্য

> **দুটি করে নারকেল আর ছোট একটি গাঁজা ভরা কল্কে কূপের মধ্যে ফেরে অনুমতি চাইতে হয়**

গিয়েছিলেন হিংলাজ মায়ের দর্শনে। জল ছিল দু'জনের কাছেই। গুরু কিন্তু বারবার শিষ্যের কাছে থেকে জল চেয়ে খাচ্ছিলেন। গুরুর আদেশ শিষ্য অমান্য করতে পারেননি। একসময় শিষ্যের রাখা শেষ জলটুকুও গুরু খেয়ে নেন। তারপর জলের অভাবে শিষ্য বালির ওপর পড়ে গিয়ে মারা যান। শিষ্যের ওই পরিণতি দেখে গুরুদেব ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলেন, একসময় যখন তাঁর জলও ফুরিয়ে যাবে তখন কি হবে? হঠাৎ ঘটে গেল এক অস্বাভাবিক কাণ্ড। তাঁর জলের পাত্রটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল ও মুহূর্তের মধ্যে মরুভূমি সব জলটুকু শুষে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকেও চিরবিদায় নিতে হয় এই পৃথিবী থেকে।

আসলে এই ধরনের কাহিনীর প্রচলন করার অন্য উদ্দেশ্য আছে। তা হল, তীর্থযাত্রীদের সতর্ক করে দেওয়া। তবে এখন পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। সরাসরি গাড়ীতে করে চলে যাওয়া যায় মায়ের মন্দিরের কাছে।

যাঁরা অতীতে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হিংলাজ তীর্থে যেতেন তাদের প্রত্যক্ষ করতে হত নানান ধরনের দৃশ্য। মাইলের পর মাইল ধূ ধূ করছে। তারই মাঝে এক একটা জলের কূপ পরিষ্কার রেখে কিছু পরিবার দিন গুজরান করে থাকে। অন্যান্য জায়গার মতো মরুভূমি অঞ্চলেও ভূতের কাহিনী শোনা যায়। উটকে কেন্দ্র করেই সাধারণত এই ধরনের গল্পকথা আবর্তিত হয়। অনেকের ধারণা, চলার পথে উটের পিঠের ওপর পাতা খাটিয়ায় যদি কোনও মানুষ বসে না থাকে তাহলে সেখানে ভূতেরা চেপে বসে। এইসব ভূতেরা নাকি খুবই নিষ্ঠুর হয়। সুযোগ পেলেই তারা উটকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়ে দিকভ্রান্ত করে দেয়।

চন্দ্রকূপের অবস্থান সমুদ্রের থেকে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে। প্রচলিত বিশ্বাস, চন্দ্রকূপ সকলের সবধরনের পাপ হরণ করে নেন।

সমন্বয়ের মহাতীর্থ হিংলাজ

সকলের পাপ তাঁর কূপে জমা হয়ে ধুনোর মাধ্যমে আকাশের দিকে উড়ে যায়। কতদিন ধরে এই ধুনি জ্বলছে তা কেউ জানেন না। কেউ কেউ মনে করেন, মানুষের মধ্যে পাপ যতদিন থাকবে ততদিন এই কূপের অস্তিত্ব থাকবে। ধর্মভীরুদের বিশ্বাস, যেখান থেকে প্রথম চন্দ্রকূপ স্বামীর দর্শন পাওয়া যাবে, সেখান থেকে দণ্ডি কেটে কূপের কাছে পৌঁছাতে হবে।

পুরাণে চন্দ্রকূপ স্বামীর বিষয়ে উল্লেখ আছে। যেখানে বলা আছে, সেখানে পৌঁছানোর পর বাবা,মা, ঠাকুরদাদার নাম বলে হিংলাজ যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। একইসঙ্গে তিনি যদি তার পাপ স্বীকার না করেন তা হলে ছাড়পত্র পাওয়া সম্ভব নয়। মূলত যদি কেউ জীবনে নারীহত্যা বা ভ্রূণহত্যার মতো পাপ করে থাকেন তাহলে তা স্বীকার করতেই হবে কূপের সামনে। চন্দ্রকূপ স্বামীর হিংলাজ দর্শনের অনুমতির প্রদানের পদ্ধতিও বড় বিচিত্র ধরনের।

যাত্রীদের পুজো দেবার জন্য নিয়ে যেতে হয় দুটি করে নারকেল, ছোট একটি গাঁজা ভরা কল্কে। অনুমতি না পাওয়া গেলে যদি কেউ নারকেল আর গাঁজা ভর্তি কল্কে কূপের মধ্যে ফেলেন তাহলে তা পড়ে থাকবে কাদার মধ্যে। অন্যথায় তলিয়ে যাবে কূপের কাদায়। অনেক যাত্রী নারকেল আর গাঁজাভর্তি কল্কে ছাড়াও কূপের ধারে রান্না করে ভোগ নিবেদন করেন ঈশ্বরের উদ্দেশে। শাস্ত্রানুযায়ী, মাটিতে রেখে ভোগ মাখা যাবে না। মাটি স্পর্শ করলেই তা এঁটো হয়ে যায়। চন্দ্রকুপ বাবার অনুমতি নিয়ে আবার পথচলার শুরু হয়। একসময় পার হতে হয় অঘোর নদী। সেটি পার হয়ে সামনে যে পাহাড় পড়বে সেখানেই হিংলাজ মায়ের গুহা। কথিত আছে, রাবণের মতো ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা ব্রাহ্মণকে হত্যা করার জন্য ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়েছিল স্বয়ং রামচন্দ্রের। হিংলাজ মাকে দর্শন করার পর তিনি সেই পাপ থেকে মুক্ত হন। বর্তমানে করাচী থেকে বাসে করে বেলুচিস্তানের শহর বিসদরে যেতে হয়। যেখানে ছিল শুধুই মরুভূমি। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে দোকানপাট, ঘরবাড়ি। যে পাহাড়ে হিংলাজ মা অবস্থান করছেন সেখানকার অনেকটাই দুর্গের মতো। নদীর ধারে কয়েকটি ডাঁটাগাছ আছে। সকলে সেই ডাঁটা দুটি করে ভেঙে একটি দিয়ে দাঁতন করে অন্যটি পুঁতে দেন সেখানেই।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

এরপর আগামী সংখ্যায়

বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী বাড়িতে শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজনীয় নির্দেশ

১। বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হওয়ার আগে ভূমি পুজোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২। সিঁড়ির তলায় প্রসাবগার বা বাথরুম কিংবা প্রার্থনা ঘর করা উচিত নয়।

৩। বাড়ির মাঝখানে কখনই কুয়ো খোঁড়া উচিত নয়। এর ফলে বিশেষ অশুভ প্রভাব পড়তে পারে।

৪। দুটি আঙুল দিয়ে কখনই অর্থগ্রহণ করা উচিত নয়। পাঁচ আঙুলের সাহায্যে অর্থ গ্রহণ করা উচিত।

৫। বাড়ির দরজার 'বেল' কখনই কর্কশ হওয়া উচিত নয়। তাহলে তার প্রভাব বাসিন্দাদের ওপর এসে পড়ে।

৬। বাড়িতে মেঝেতে ভাঙা পাথর থাকলে পরিবারের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরতে পারে। যদি সঙ্গে সঙ্গে তা সারানো সম্ভব না হয়, তাহলে ওই ভাঙা পাথরের ওপর কার্পেট দিয়ে চাপা দিয়ে দেওয়া উচিত।

৭। বাড়ির প্রধান দরজার সামনে যদি কোনও গাছ, ইলেকট্রিক লাইন বা টেলিফোনের পোল থাকে তাহলে পরিবারের লোকেদের শারীরিক অবনতি হতে পারে।

৮। কখনই বাড়ির প্রধান দরজার দিকে পিছন ফিরে বসা উচিত নয়। এর ফলে পরিবারের মানুষজনের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত, বেইমানী বৃদ্ধি পেতে পারে।

৯। বাড়িতে যাঁরা টাকা বেশি পরিমাণে রাখেন তারা প্রধান দরজার সামনে একটি তিন পেয়ে ব্যাঙ-এর প্রতিমূর্তি পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে দিলে উপকার পাবেন।

১০। যদি বাড়ির কোনও বাথরুম বা আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা উত্তর-পূর্বদিকে থাকে, তাহলে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে এবং মানসিক অশান্তি ও বিবাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

বাস্তুর নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

দলগঠন ঘিরে কাটমানির অভিযোগ

ষোলো পাতার পর

৬০ লক্ষ টাকায়। অথচ ওই দল মায়েক আগরওয়ালকে পেয়েছে আর ১০ লক্ষ টাকা বেশি দিয়ে। মণীশ পাণ্ডের মতো ক্রিকেটারকে কেকেআর দিয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। বিদেশি ও যেসব ভারতীয়রা টি-টোয়েন্টি খেলায় রীতিমতো দক্ষতা দেখাত তারাই গত ছয় মরশুমে ভাল দর পেয়ে এসেছেন। অথচ, এইবার ভারতীয় দলে কোনও সুযোগ না পাওয়া ক্রিকেটারও কীভাবে এরকম অস্বাভাবিক দর পেয়ে গেলেন তা নিয়ে ক্রীড়াপ্রেমী মহলে রীতিমতো কানাকানি চলছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জ বাঙ্গালুরু দল যেভাবে যুবরাজের দর ১৪ কোটিতে তুলে দিল তা রীতিমতো আশ্চর্যের। কারণ, তাদের দলে এর মধ্যেই ক্রিস গেইল, বিরাট কোহলি, এবি ডিভেলিয়ার্স, মর্কেলের মতো ব্যাটসম্যান রয়েছে। তার পাশাপাশ বোলিং লাইনের অবস্থা দেখুন। মুরলিধরন ও অশোক দিন্দার সঙ্গে রয়েছেন বরুণ অ্যারন, আবু নাচেন, রবি রামপালের মতো খেলোয়াড়।

সত্যি যদি বেঙ্গালুরু আবার চ্যাম্পিয়ন হতে চাইত তাহলে কি এমন ভারসাম্যহীন দল গড়ত। এর মধ্যেই এক স্ট্রিং অপারেশনে দেখা গিয়েছে বেটিং কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত বিন্দু দারা সিংয়ের চাঞ্চল্যকর উক্তি - শ্রীনিবাসন এবং বিজয় মালিয়া (বেঙ্গালুরু দলের মালিক) সবথেকে বড় জুয়াড়ি। কাজেই এই পরিস্থিতিতে নিন্দুকদের তথ্যহীন হাস্যকর বক্তব্য বলে আইপিএলে কাটমানির খেলার অভিযোগকে যতই উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হোক না কেন ক্রিকেট প্রেমীদের মনে একটা সন্দেহই বার বার ঘুরপাক খাচ্ছে - ডাল মে অউর কুচ কালা হ্যায়।

তরুণরাই সামান্য ভরসা

ষোলো পাতার পর

ভাল খেলতে হবে। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ড্র করলেও মোহনবাগানের নতুন ছেলেরা যথেষ্ট চার্জড হয়ে আছে। মহামেডান সহজে মোহানবাগানকে হারাতে পারবে না। ম্যাচটিতে তুল্য-মুল্য লড়াই হবে। বাগানের দলে যদি ওডাফা শেষপর্যন্ত খেলে তাহলে সেক্ষেত্রে মহামেডানকে একটু চিন্তায় থাকতে হবে। ওডাফার মতো খেলোয়াড় যেকোনও সময় ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। যদিও মহামেডানে রক্ষণে লুসিয়ানো'র মতো একজন দক্ষ ডিফেন্ডার রয়েছে। দুটি টিমের কাছেই হারাবার কিছু নেই। মনে হয় দুটি দলই ওপেন ফুটবল খেলবে। সেক্ষেত্রে খেলাটি উপভোগ্য হবে।'

গত শনিবারের ডার্বি ম্যাচ এবং মোহনবাগান-মহামেডান ম্যাচ প্রসঙ্গে অতীতের মোহনবাগানের দুর্গের শেষ প্রহরী শিবাজী ব্যানার্জি মনে করছেন, 'গত ডার্বি ম্যাচে মোহনবাগানের খেলা আমার যথেষ্ট ভাল লেগেছে। নতুন ছেলেদের নিয়ে গড়া মোহনবাগান টিমটি সত্যিই খুব ভাল খেলেছে। ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপারের ভুলে ম্যাচটি ড্র হলেও মোহনবাগানের খেলার মধ্যে একটা পজিটিভিটি ছিল। যেটা ইস্টবেঙ্গলের খেলার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। চিডি চোটের কারণে খেলতে না পারায় আক্রমণভাগে মোগা একা হয়ে পড়েছিলেন। তাকে সাপোর্ট করার মতো কেউ ছিল না। মাঝমাঠে মেহেতাব বা সোয়েকার খেলা মোটেই ভাল লাগেনি। সেদিক দিয়ে ডেনসান বা কাতসুমি'র খেলা অনেক বেশি চোখে পড়েছে। কাতসুমিকে এত নিচের দিকে খেলালে চলবে না। ওঁকে আর একটু উপরের দিকে খেলাতে হবে। কারণ, কাতসুমির ফাইনাল পাস মোটেই ভাল নয়। মোহনবাগান-মহামেডান ম্যাচটি উপভোগ্য হবে আশা করা যায়। মহামেডান বেশ ভাল খেলছে। ওডাফা যদি খেলে সেক্ষেত্রে মহামেডান একটু চাপে থাকবে। মহামেডান টিমটা সেট টিম। মাঝমাঠে পেন যদি একটু ভাল খেলে তাহলে মহামেডানকে রোখা কষ্টকর হবে। ফরোয়ার্ডেরা প্রত্যেকেই গোলের মধ্যে আছে। মোহনবাগান টিমের দুর্গের শেষ প্রহরী শিলটন পালকে আরও সতর্ক হয়ে খেলতে হবে।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০১৪

নিয়ম: অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলের মধ্যে টি ২০-তে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম ৮টি দেশকে সুপার টেন-তে রাখা হয়েছে। বাকি ৮টি দেশকে এ এবং বি দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এই দুই গ্রুপের বিজয়ী সুপার টেনে বাকি ৮টি দেশের সঙ্গে গ্রুপ ১ এবং গ্রুপ ২তে খেলবে। ১৬ থেকে ২১ মার্চ অবধি যোগ্যতা অর্জনকারী এ এবং বি গ্রুপের খেলা চলবে। ওই দিনই ভারত পাকিস্তানের ২ নম্বর গ্রুপের খেলা দিয়ে শুরু হবে সুপার টেনের খেলা।

দিন	গ্রুপ	খেলা
১৬ মার্চ	এ	বাংলাদেশ-আফগানিস্থান
১৬ মার্চ	এ	হংকং-নেপাল
১৭ মার্চ	বি	আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবওয়ে
১৭ মার্চ	বি	নেদারল্যান্ড-আরব আমিরশাহি
১৮ মার্চ	এ	আফগানিস্থান-হংকং
১৮ মার্চ	এ	বাংলাদেশ নেপাল
১৯ মার্চ	বি	নেদারল্যান্ড -জিম্বাবওয়ে
১৯ মার্চ	বি	আয়ারল্যান্ড-আরব আমিরশাহি
২০ মার্চ	এ	আফগানিস্থান-নেপাল
২০ মার্চ	এ	বাংলাদেশ-হংকং
২১ মার্চ	বি	জিম্বাবওয়ে-আরব আমিরশাহি
২১ মার্চ	বি	আয়ারল্যান্ড-নেদারল্যান্ড
২১ মার্চ	২	ভারত-পাকিস্তান (সন্ধ্যে ৭টা)
২২ মার্চ	১	দক্ষিণ আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কা
২২ মার্চ	১	ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
২৩ মার্চ	২	অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান
২৩ মার্চ	২	ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সন্ধ্যে ৭টা)
২৪ মার্চ	১	নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
২৪ মার্চ	১	শ্রীলঙ্কা-বিজয়ী গ্রুপ বি
২৫ মার্চ	২	ওয়েস্ট ইন্ডিজ-বিজয়ী গ্রুপ এ
২৭ মার্চ	১	দক্ষিণ আফ্রিকা-বিজয়ী গ্রুপ বি
২৭ মার্চ	১	ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
২৮ মার্চ	২	অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
২৮ মার্চ	২	ভারত-বিজয়ী গ্রুপ এ (সন্ধ্যে ৭টা)
২৯ মার্চ	১	নিউজিল্যান্ড-বিজয়ী গ্রুপ বি
২৯ মার্চ	১	ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
৩০ মার্চ	২	পাকিস্থান-বিজয়ী গ্রুপ এ
৩০ মার্চ	২	অস্ট্রেলিয়া-ভারত (সন্ধ্যে ৭টা)
৩১ মার্চ	১	ইংল্যান্ড-বিজয়ী গ্রুপ বি
৩১ মার্চ	১	নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
১ এপ্রিল	২	অস্ট্রেলিয়া-বিজয়ী গ্রুপ এ
১ এপ্রিল	২	পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৩ এপ্রিল	**সেমিফাইনাল**	
গ্রুপ ১	**বিজয়ী বনাম গ্রুপ ২ রানার্স**	
৪ এপ্রিল	**সেমিফাইনাল**	
গ্রুপ ২	**বিজয়ী বনাম গ্রুপ ১ রানার্স**	
৬ এপ্রিল	**ফাইনাল সন্ধ্যে ৬:৩০ মিনিটে**	

বাগান সাজাতেন গজু

ষোলো পাতার পর

মেরুন প্রশাসনের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ তাঁর ছিল না দীর্ঘদিন। তবে ২০০৫ সালে বলরাম গোষ্ঠীদের রুখতে টুটু-অঞ্জন তাঁকে কিছুদিনের জন্য ফিরিয়ে এনেছিলেন শিবিরে। এরপরে যখন তিনি অগ্ন্যাশয়ের অসুখে দীর্ঘদিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়ে ছিলেন তখন তাঁর খোঁজ খবর রাখার কোনও প্রয়োজনবোধ করেনি, বর্তমান মোহনবাগান প্রশাসন। ২ মার্চ ২০১৪ তারিখে দক্ষিণ কলকাতার হরিশপার্ক সংলগ্ন তাঁর বাসভবনে দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। পিতার দেহের ওপর সবুজ-মেরুন পতাকা রাখলেও তাঁর অভিমানী পুত্র ক্লাব তাঁবুতে বাবার নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেননি। কারণ, বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর কাউকেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসতে দেখা যায়নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সক্রিয়তম সদস্য দেবব্রত সরকার তাঁর দেহে লাল-হলুদ পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ময়দানের বহু কল্পকাহিনীর আর এক নেপথ্য নায়ক চলে গেলেন। শুধু ময়দানের ফুটবল প্রেমিকদের কাছে নস্টালজিয়া হয়ে থাকবে। দল বদলে বাজিমাত করার পর তাঁর সেই সংলাপ - 'হুঁ হুঁ বাবা, আমি গজু বসু। শশার মতো ঠাণ্ডা।'

শব্দের খাঁচা-৩

১		২	■	৩	৪		■
	■	৫	৬			■	৭
	■	■		■	■	৮	
৯	১০	■	১১	১২			
১৩					■	১৪	
১৫		■	■		■	■	
	■	১৬	১৭		১৮	■	
■	১৯			■	২০		

পাশাপাশি

১। জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ।
৩। পৃথিবী
৫। তোষামোদকারি
৮। তরল অথচ গাঢ়
৯। দেহে উৎপন্ন মাংসপিণ্ড।
১১। মালতী জাতীয় ফুল বা তার গাছ।
১৩। সিলজাতীয় বড়ো জলচর মাংসাশী প্রাণী।
১৪। সন্ন্যাসী
১৫। ব্রজবুলির সীমা।
১৬। চিনির রসে পাক করা নারকেল নাড়ু।
১৯। জন্ডিস
২০। একরকম পশমী মোটা কাপড়।

উপরনিচ

১। বেশি বয়সের বিড়ম্বনা নিয়ে ভানু-রুমার হাসির ছবি
২। ময়ূরের ডাক
৩। হত্যা
৪। সাকি, যা পরিবেশন করে।
৬। সঙ্গীতের রাগিণী
৭। ভারতের প্রাক্তন উইকেট-রক্ষক।
৮। বানানভেদে আরবির মধ্যস্থ।
১০। পতন-অভ্যুদয় ______ পন্থা।
১২। বিরক্তিকর বাচালতা।
১৬। কন্দর্প বা স্বামী।
১৭। গোপন পরামর্শ
১৮। মাতগুড়

নির্মাণ : কুন্দনলাল শ্যাম

সমাধান: ১।

পাশাপাশি: ১) পাকে প্রকারে, ৫) কালিয়া, ৬) নিকা, ৮) মশা, ১০) বিরাট, ১১) রণতরী, ১২) শবনম, ১৪) কুনিকা, ১৬) লিরা, ১৭) সরা, ১৯) ভরণ, ২১) নবসায়ক,

উপরনিচ : ১) পালি, ২) কেয়া, ৩) কানি, ৪) রেকাবি, ৫) কামারপুকুর, ৭) ন্যুট হামসুন, ৮) মত, ৯) শারী, ১২) শলি, ১৩) বরাভয়,১৫) কাসন, ১৮) রাব, ২০) রক।

সমাধান: ২।

পাশাপাশি: ১) কুসিদ ব্যবহার, ২) তই, ৬) ইলা, ৭) নাককাটা, ৯) বাণী, ১০) বানকে, ১২) কাহার, ১৪) শর, ১৫) উৎপাত, ১৬) বিট, ১৭) রামা, ১৮) ইউসুফ পাঠান।

উপরনিচ: ১) কুটিলা, ২) দশনামী,৩) হাতটান, ৪) পুকুরের তলদেশে গভীর খাদ, ৬) ইন্ডিকা, ৮) কাবার, ৯) শরৎ, ১১) কেবট, ১৩) হাউমাউ, ১৪) সরস্বতীদেবী, ১৬) বন, অরণ্য, ১৭) কৃষ্ণপ্রিয়া।

পাঠকেরা শব্দের খাঁচার উত্তর পাঠান আগামী সংখ্যায়, নামসহ ছাপা হবে। ই-মেলেও উত্তর পাঠাতে পারেন।

এভারেস্ট জয়ের ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ছন্দা এবার যাচ্ছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করতে

অভি দাস: গত বছর ১৮ মে ছন্দা গায়েন প্রথম বাঙালি মহিলা রূপে এভারেস্ট জয় করে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। আর এবার আরও বড় ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছেন ছন্দা। আগামী এপ্রিল মাসে কাঞ্চনজঙ্ঘা পশ্চিম বা ইয়ালুংথাং জয় করার লক্ষ্যে যাচ্ছেন ছন্দা গায়েন। এভারেস্ট জয়ের জন্য এখনও তাঁর মাথায় চার লক্ষ টাকার দেনা রয়েছে। তার জন্য প্রতি মাসে তাঁকে দিতে হয় চড়া সুদ। কিন্তু স্বপ্ন দেখা তিনি ছাড়েননি। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পাখির চোখ রেখেছেন ইয়ালুংথাং এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা মূল শৃঙ্গ-র দিকে। দল

ছন্দা গায়েন

হিসেবে নয় ছন্দা এবার ব্যক্তিগতভাবে পাড়ি দিচ্ছেন এই দুঃসাহসিক অভিযানে। এই অভিযানের খরচ প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে কিছু বেসরকারি সংস্থার সাহায্যে কুড়ি লক্ষ টাকার স্পনসরশিপ পেয়েছেন। আশা করছেন বাকি পনেরো লক্ষ টাকা স্পনসরশিপ পেয়ে যাবেন।

হাওড়া কোনার বাগপাড়া অঞ্চলে নিজের বাড়ির একতলায় তাঁর একটা দুধের দোকান রয়েছে। যেটি মূলত তাঁর মা দেখাশোনা করেন। সময় সুযোগ পেলে সে দোকানে বসেন। এভারেস্ট জয়ের জন্য মায়ের গহনা বন্দক রাখতে হয়েছিল তাঁকে।

এরপর দশের পাতায়

আইপিএলে দলগঠন ঘিরে কাটমানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে বেটিং নিয়ে যতই হইচই হোক আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ ইতিমধ্যেই পাক খাচ্ছে ক্রিকেট মহলে তা হল দলগঠনের নিলাম নিয়ে নাকি রীতিমতো কাটমানি নিচ্ছেন এক শ্রেণির কর্তারা বেশকিছু খেলোয়াড়ের কাছ থেকে। এতকাল আমরা কলকাতার ফুটবল ময়দানে শুনে এসেছি কাটমানির গল্প। কিন্তু ক্রিকেটের দলগঠন নিয়ে কাটমানির গল্প এই প্রথম। যদিও দেড় দশক আগে বাংলাদেশের লিগে ভারতীয় ক্রিকেটার সরবরাহ নিয়ে এই বেআইনি অর্থ আদানপ্রদানের অভিযোগ উঠেছিল। ক্রিকেট মাঠে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত এক ক্রিকেটার নাকি বাংলাদেশের ক্লাব ক্রিকেট লিগে ভারতীয় ক্রিকেটার নিয়ে গিয়ে কমিশন পেতেন বলে অভিযোগ তুলেছিলেন নিন্দুকেরা। এ বছর আইপিএল নিলামের সময় কলকাতার নাইট রাইডার্স দলগঠন বিতর্কের পর ময়দানে পাক খাচ্ছে এই কাট মানির গল্প। এমনকী জনান্তিকে ঘনিষ্ঠ মহলে নাইট রাইডার্স অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর নাকি তাঁর দল সদস্য যাদের পেয়েছেন তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ক্রিকেটের হাঁড়ির খবর রাখা কিছু ব্যক্তি বলছেন আসলে দল কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে শাহরুখ খানের আদৌ কোনও মাথা ব্যথা নেই। প্রথম তিন বছর দল চূড়ান্ত ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর 'কেকেআর' বাণিজ্যিকভাবে রীতিমতো লাভ করেছিলো। একবার মাত্র চ্যাম্পিয়ন হয়েই তিনি খুশি। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব স্পনসর পাওয়া এবং রাজ্য প্রশাসনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে বিভিন্ন ধরনের কর ছাড় নেওয়া। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দলগঠনের মূল হোতা জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আপাতত মোহনবাগান কর্তাদের পথ অনুসরণ করছেন। তিনি নাইট রাইডার্সের কর্মকর্তা থাকার পাশাপাশি বাংলার ক্রিকেটে নিয়ন্ত্রক সিএবি'র সহসচিব। তিনি এবার তাঁর পাশে টেনেছেন সহকারী কোচ বিজয় দাহিয়া এবং বাঙালি ক্রিকেটারদের চক্ষুশূল কোচ ডব্লুভি রমনকে। এদের সাহায্যে দল গঠন করতে গিয়ে তিনি বেশকিছু অকেজো খেলোয়াড়কে সই করিয়েছেন নাইট রাইডার্সে। নিন্দুকদের বক্তব্য মনোজ-লক্ষ্মীদের কাছে কাটমানি চাইতে গেলে ধরা পড়ে যাবেন বলে তাদের দলে টানতে ভয় পেয়েছেন। এমনকী এই মুহূর্তে ভারতের এক নম্বর পেসার মহম্মদ সামির দিকেও নিলামে হাত বাড়াননি জিৎ-দাহিয়া-রামন গোষ্ঠী। তার বদলে দলে নিয়েছেন রবিন উথাপ্পা, মনিশ পাণ্ডে, বিশলা, ইউসুফ পাঠান এইসব ক্রিকেটারদের, এই মুহূর্তে যাঁদের বাইশ গজের কার্যকারিতা নিয়ে যে কোনও ক্রিকেট প্রেমি মুখ বাঁকাবেন। এ বছর চারজন করে স্থানীয় ক্রিকেটার নেওয়ার বাধ্যবধকতাও উঠে গিয়েছে। তাই জিৎ ব্যানার্জি কোম্পানি ভান্ডার লুটপাট করার এই সহজ সুযোগে দাঁও মারতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। রামনকে নেওয়ার পিছনে জিৎ-এর আর একটি অঙ্ক থাকতে পারে। তা হল আগামী জুলাইয়ে যুগ্ম সচিব হিসেবে সুজন মুখার্জির কার্যকাল শেষ হচ্ছে। রামনকে যদি জিৎ খুশি রাখতে পারেন তাহলে রামন হয়ত ভারতীয় ক্রিকেটের ঔরঙ্গজেব শ্রীনিবাসনকে অনুরোধ করবেন জিৎকে সিএবি'র যুগ্মসচিব করার পথ প্রশস্ত করে দিতে।

শাহরুখ বা বিজয় মালিয়ারা ট্রফি নয়, ব্যবসা চান। অপরদিকে জিৎ ব্যানার্জী রমনের মাধ্যমে শ্রীনিবাসনকে সন্তুষ্ট করে সিএবি'র যুগ্মসচিব হতে চান।

শুধু নাইট রাইডার্স নয়, অন্য কিছু দলে বেশকিছু খেলোয়াড় যেরকম দর পেয়েছেন তাও রীতিমতো সন্দেহজনক। রাজস্থান রয়্যালস দলে সঞ্জু স্যামসন এবং স্টুয়ার্ট বিনি পেয়েছেন ৪ কোটি করে। সানরাইজ, হায়দ্রাবাদের করণ শর্মা পেয়েছেন ৩.৭৫ কোটি। কিং ইলেভেন পাঞ্জাবে ঋষি ধাওয়ান বিক্রি হয়েছেন ৩ কোটি টাকায়। অথচ, ঋদ্ধিমান সাহা'র মতো ভারত সেরা উইকেট রক্ষক ওই পাঞ্জাব দলই পেয়েছেন মাত্র ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। অপরদিকে গত দুই মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা অলরাউন্ডারের দাবিদার লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস কিনেছে মাত্র ১ কোটি

এরপর পনেরো পাতায়

বিরক্তিকর ফুটবলে তরুণরাই সামান্য ভরসা

অভিমন্যু দাস

আইলিগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ এবং মোহনবাগান-মহামেডান ম্যাচ প্রসঙ্গে ময়দানের অতি পরিচিত কোচ অলক মুখার্জি মনে করছেন, 'ফিরতি আইলিগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ সেইভাবে মনে দাগ কাটল না। আগেই লিখেছিলাম ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা শারীরিকভাবে মোটেই ফিট নয়। ম্যাচের পরে সেটাই প্রমাণ হল। ইস্টবেঙ্গলের খেলার মধ্যে কোনও বৈচিত্র্য খুঁজে পাইনি। বরং একদম নতুন প্লেয়ার নিয়ে মোহনবাগান তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল খেলেছে। ওডাফা বিহীন মোহনবাগানে নতুন ছেলেদের খেলার মধ্যে একটা ছন্দ খুঁজে পেয়েছি। ম্যাচে তারাই সবচেয়ে বেশি গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। দিনের সহজতম সুযোগটি সাবিথ হেলায় নষ্ট করেছে। গোলটার ক্ষেত্রে সাবিথের কৃতিত্বের থেকে গুরপ্রিতের দোষটাই বেশি। বলটা ঠিকমতো গ্রিপ করতে পারেনি এবং উচিত ছিল দু'পা পিছিয়ে বলটা ধরা। তাহলে হয়ত বলটা বুক থেকে বেরত না। তবে সেদিন গুরপ্রিত পেনকে অনেকগুলি নিশ্চিত গোলও বাঁচিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের কোনও খেলোয়াড়ই তাদের নামের সুবিচার করতে পারছে না। ম্যাচটা জিতলে আইলিগের ক্ষেত্রে একটু সুবিধা পেত ইস্টবেঙ্গল। সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগছে এবারের আইলিগে প্রথম পাঁচের মধ্যে বাংলার চারটি দলের একজনও নেই। যা আইলিগের ইতিহাসে এর আগে কখনও ঘটেনি।

মোহনবাগান-মহামেডান ম্যাচ আইলিগের নিরিখে খুবই গুরুত্বহীন ম্যাচ। তবে কলকাতার দুটি দলের কাছে মর্যাদার লড়াই। মহামেডান শেষ ম্যাচে লিগ জয় দৌড়ে থাকা স্পোর্টিং গোয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে একটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। টিমটা ভালই ছন্দে আছে। ফরোয়ার্ডেরা গোলের মধ্যে আছে। মাঝমাঠে

বিশ্লেষণ করছেন অলোক মুখার্জি ও শিবাজী ব্যানার্জী

এরপর পনেরো পাতায়

জীপ আটকে বাগান সাজাতেন গজু

নিজস্ব প্রতিনিধি: সত্তর-আশির দশকে জীবন চক্রবর্তী ও পল্টু দাস (জীপ) জুটি যখন নানাভাবে মোহনবাগান ও মহামেডানের দল গঠনের রিক্রুটারদের ফাঁকি দিয়ে একের পর এক তারকা ও উদীয়মান ফুটবলারদের লাল-হলুদ শিবিরে তুলে এনে ইস্টবেঙ্গলকে অপ্রতিরোধ্য টিমে পরিণত করেছিলেন তখন মাঝে মধ্যেই এই 'জীপ'কে খাদে ফেলে সবুজ-মেরুন শিবিরের বাগান সাজিয়ে তুলতেন ভবানীপুরের বনেদী বাসিন্দা সজল বসু। যিনি চিরকাল ময়দানে গজু বোস নামেই পরিচিত ছিলেন।

১৯৫৭ সালে যখন চুণী গোস্বামী মোহনবাগানের জার্সি পরে সবে তারকা হয়ে উঠছেন তখন তাঁর গঙ্গাপারের তাঁবুতে পদার্পণ। এরপর ছয়ের দশকের শেষদিক থেকে তাঁর উত্থান শুরু। ধীরেন দে'র আমলে ফুটবল সংবাদদাতাদের কাছে সবুজ-মেরুন তাঁবুর প্রধান আকর্ষণ ছিলেন তিনি। কারণ, সব খবরের পিছনে মুখ্য ভূমিকা থাকত তাঁরই। তিনি দীর্ঘদিন ক্লাবের ফুটবল সচিবও ছিলেন। হাবিব-আকবরের মতো বহু তারকাকে অন্য দুই শিবিরের হাত থেকে ছিনিয়ে আনার গল্প ছিল রীতিমতো আকর্ষণীয়। সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রসুন ব্যানার্জিদের ঘরের ছেলে হয়ে ওঠাও তাঁর হাত ধরেই। আটের দশকের শেষে ধীরেন দে'র যুগের অবসান ঘটিয়ে টুটু বসু-অঞ্জন মিত্রকে ক্লাব প্রশাসনের ক্ষমতায় আনার পিছনেও তাঁর ভূমিকাও ছিল মুখ্য। কিন্তু নব্বই দশকের শেষ দিকে রোভার্স কাপ চলাকালীন এই কর্তাদের চক্রান্তের বলি হন তিনি ও সেবারের সফল কোচ অমল দত্ত। তারপর ডামাডোলের সবুজ-

এরপর পনেরো পাতায়

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhury. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1964@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।